হয়। অনেক সময় সরকারি উদ্যোগেও স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়। বিশেষ কোন রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদানের ব্যবস্থাও সময়ে সময়ে করা হয়। এর মধ্যে শিশুদের টাকাদানের ব্যবস্থা কোথাও হলে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সর্বশেষ কী পরিস্থিতি, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম ঠিকমতো অনুসৃত হচ্ছে কিনা, অপুষ্টিজনিত কারণে অসস্থ ও দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সব বিষয়েই নজর রাখতে হবে। নজর রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা বা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা। স্বাস্থ্য-সাংবাদিককে এসব খবরও মানুষকে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য, অসুখ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব খবরই সাংবাদিককে জানতে হবে ও মানুষকে তা জানাতে হবে। সুস্থ সমাজ ও সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার। কিন্তু মানুষকে সচেতন করা ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব।

২.৩ সারাংশ

সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস বা সংবাদ কত রকমের হতে পারে সে বিষয়ক এককটি পাঠ করলেন। এখন দেখা যাক, আলোচিত অংশে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে মূল তথ্যাদি কী আছে।

সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আইনসভা। তাই গুরুত্ব পায় আইনসভা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিশেষত, বাজেট বা বাজেট-সংক্রান্ত নানা বিষয়। নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয় একদিকে সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও তার বিচ্যুতির ওপর ও অন্যদিকে নাগরিক অধিকার, সুখসুবিধা ইত্যাদির ওপর। আইন ভঙ্গ কর যেসব কাজকর্ম হয় ও যার ফলে সমাজের ক্ষতি হয় সেগুলি অপরাধ ও দুর্নীতি বলে গণ্য। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ, সমাজে, শাসনব্যবস্থায় বিচার-ব্যবস্থার একটি বড় স্থান আছে। স্বাভাবিকভাবেই আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুত্ব খুবই। রাজনীতি যেমন দেশ শাসন করে, অর্থনীতি তেমনি যোগায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। সুতরাং অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদনের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। এ ধরনের প্রতিবেদন সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচায়ক। খেলাধূলা সম্পর্কিত সংবাদের পাঠক অসংখ্য এবং তাঁদের আগ্রহ সীমাহীন। খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ব্যক্তি-জীবন, রুচিপছন্দ, দীনতা বা উদারতা সবই সংবাদ। এছাড়া আছে ফ্যাশন বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোষাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ও নবতর প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদনে সাধারণত দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। একটি, বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণার অবসান। আর, অন্যটি— বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে কল্যাণমূলক আবিষ্কার। পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ডের বিস্তার মানব প্রজাতির পক্ষে বিষময়। সেই জন্য পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজন সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা, প্রাথমিকভাবে যার মূল নিহিত আছে সমাজের প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্যের ওপর। এই সুস্থতা সুনিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে নিয়মিত প্রতিবেদন যা সাংবাদিকদের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

২.৪ অনুশীলনী

১) সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস বলতে কী বোঝেন? অথবা, সংবাদ কতরকম বিষয়ভিত্তিক হতে পারে?

২) রাজনৈতিক প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩) আইনসভা বা সংসদ/বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কি? থাকলে তা কী?

৪) নগর ও সমাজজীবন বিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব কী?

৫) অপরাধ ও দুর্নীতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মানুষের আগ্রহ কেন?

৬) আইন-আদালত বিষয়ক প্রতিবেদনকে সংবাদপত্রে কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়?

৭) অর্থনীতি ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব কেন দিন দিন বেড়েই চলেছে?

৮) খেলাধুলা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য সাংবাদিককে বিশেষজ্ঞ হিসাব প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। কেন?

৯) ফ্যাশন-সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য বা প্রয়োজনীয়তা কী? শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোষাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন জনপ্রিয়ই বা কেন?

১০) বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিবেদন সর্বার্থে একটি বিশেষজ্ঞ-নির্ভর সাংবাদিকতা। এর কারণ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

১১) পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনাহীন যন্ত্র-সভ্যতা প্রসারের বিষময়তা সাধারণ মানুষ কিভাবে জানতে পারেন তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

১২) শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। কিভাবে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা যায়? এ বিষয়ে সাংবাদিকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১. The Active Reporter — James Lewis (Vikas Publications, Delhi).

২. The Indian Reporters' Guide — Richard Critchfield (Allied Pacific Private Limited, Bombay).

৩. Interpretative Reporting — Curtis D. MacDougall (Macmillan Limited, London).

৪. সংবাদ ও সাংবাদিকতা — অনুপম অধিকারী (পাত্র বুক হাউস, ৯ নবীন পাল লেন, কলকাতা ৯)

৫. সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা — সুজিত রায় (ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯)

৬. বিষয় সংবাদিকতা — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (লিপিকা, কলেজ রো, কলকাতা ৯)

৭. The Student Journalist — Edmund C. Arnold and Krieghbaum (New York University Press).

৮. The Professional Journalist — John Hohenberg (Henry Holt and Company, New York).

৯. The Practice of Journalism — John Dodge and George Viner (Heinemann, London).

১০. News Reporters and New Sources — Herbert Strentz (Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 110 001).

১১. Professional New Writing — B. Garrison (Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ).

১২. Professional Feature Writing — B. Garrison (Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ).

১৩. Into the Newsroom : An Introduction to Journalism — Leonard Ray Teel and Ron Taylor (Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 110 001).

১৪. Basic Journalism — Rangaswami Parthasarathi.

১৫. A History of Press in India — S. Natarajan (Asia Publishing, Calcutta).

১৬. A History of Indian Journalism — Mohit Mitra (National Book Agency Private Ltd., Calcutta).

১৭. Theory and Practice of Journalism — B. N. Ahuja (Surjeet Publication, New Delhi).

একক ৩ □ ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবরের প্রকৃতি

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবর
    ৩.২.১ বিপর্যয়
    ৩.২.২ দুর্ঘটনা
    ৩.২.৩ দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা
    ৩.২.৪ যুদ্ধ
    ৩.২.৫ দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা
৩.৩ সাংবাদিক সম্মেলন
৩.৪ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন
৩.৫ তদন্তমূলক প্রতিবেদন
৩.৬ সারাংশ
৩.৭ অনুশীলনী
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা হল—

- ঘটনাস্থলের খবর এবং সেখান থেকে পাঠানো খবরের প্রকৃতি,
- সাংবাদিক সম্মেলন এবং তার প্রস্তুতি,
- ব্যাখ্যামূলক ও তদন্তমূলক সাংবাদিকতার ধরণ এবং তার বৈশিষ্ট্য।

৩.১ প্রস্তাবনা

ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো নানা ধরনের খবরের চরিত্র অনুযায়ী তার পরিবেশনায় তারতম্য থাকে। বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে এই ধরনের প্রতিবেদন রচনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনকে কী উপায়ে সবচেয়ে ফলপ্রসূ রূপে ব্যবহার করা যায় তাও এখানে আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের

প্রতিবেদন রচনার পাশাপাশি ব্যাখ্যামূলক এবং তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে আলোচিত হয়েছে।

৩.২ ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবর

সংবাদ মাধ্যম নানা সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করে। সংবাদ সংস্থার পাঠানো খবর নিয়মিত বিট ইত্যাদির পাশাপাশি হঠাৎ করে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ঘটনার খবরও তাদের প্রচার বা সম্প্রচার করতে হয়। যখন উক্ত ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিক খবর পাঠান তখন তাকে ঘটনাস্থল থেকে পাঠানো খবর বা Spot news বলা হয়। এই ধরনের খবরে প্রত্যক্ষদর্শীর উষ্ণতা প্রয়োজন। এই খবরের সংবাদমূল্য তার নতুনত্ব, উত্তেজক চরিত্র এবং নিয়মিত না ঘটার মধ্যেই নিহিত। নিচে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ ধরনের প্রতিবেদন রচনার কৌশল ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হল।

৩.২.১ বিপর্যয়

বিপর্যয় হল হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন বিরাট দুর্ঘটনা। যেমন, আমেরিকার ট্রেড সেন্টার ধ্বংস বা রাজধানী রেল দুর্ঘটনা। এই খবরগুলিতে স্বভাবতই দর্শক বা পাঠকের আগ্রহ থাকে প্রায় সর্বজনীন। বিপর্যয় যেহেতু খুব বেশি হয়না তাই এই সংক্রান্ত খবর করার ক্ষেত্রে প্রথমেই বিপর্যয়ের মাত্রা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। বিপর্যয়ের রেশ যেহেতু বেশ কিছুদিন ধরে চলে সেহেতু এই সংক্রান্ত খবর পরিবেশনে 'ফলো-আপ' বা বেশ কিছুদিন ধরে ঘটনাটির ফলাফলের নানা মোড় বা বাঁক সম্পর্কে আলোকপাত করতে হয়। বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিপর্যয়ের কারণ এবং ফলাফলের মাত্রা সম্পর্কে অনুসন্ধান বস্তুনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। এই ধরনের বিপর্যয় আগে কখনো ঘটে থাকলে তার মাত্রার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা পাঠক বা দর্শকমহলে অধিক গৃহীত হয়। বিপর্যয়ের খবর প্রকাশের পর উদ্ধারকাজ বা পুনরুদ্ধারের খবরও গুরুত্বসহকারে ছাপা উচিত। এক্ষেত্রে মানবিক আবেদনের দৃষ্টিকোণ অনেক ক্ষেত্রেই খবরের পরিবেশনকে অনন্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজধানী দুর্ঘটনার কয়েকদিন পরে খবরে প্রকাশিত হয় এক শিখ বৃদ্ধ গাছের গুঁড়ি দিয়ে ট্রেনের জানলা ভেঙে বহু আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে নিজেও আহত হয়েছেন। রেল দুর্ঘটনার খবর প্রকাশের গম্ভীর প্রেক্ষাপটে এই খবর অনবদ্য মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ ছিল।

৩.২.২ দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনা সব সময়েই খবর। দুর্ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে প্রথমেই মৃত বা আহতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানানো উচিত। মৃত বা আহতদের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর অর্থাৎ নাম, বয়স ইত্যাদি জানানো প্রয়োজন। দুর্ঘটনার ফলাফল বা ক্ষয়ক্ষতির পরিণাম সম্পর্কে সরকারী মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। দুর্ঘটনার স্থান এবং সময় সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা উচিত। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কেও সরকারী তথ্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অন্য কোন মতামত থাকলে তা যথাযথভাবে সূত্র উল্লেখ করে জানানো উচিত। দুর্ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে তার ফলো-আপও করা হয়। অগ্নিকাণ্ড বা বাড়ি ভেঙে পড়ার মত দুর্ঘটনার খবর পরিবেশনে ঘটনার বিবরণের পাশাপাশি উদ্ধারকার্য সম্পর্কেও তথ্যাদি জানানো উচিত। এ প্রসঙ্গেও সরকারী ভাষ্যকে

গুরুত্ব দিতে হবে। এ ধরনের খবর পরিবেশনে ঘটনার পাশাপাশি ঘটনার অগ্রগতিও জানানো উচিত। অর্থাৎ আহতদের অবস্থা বা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তাজা খবর দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও কথা বলা যেতে পারে। তদন্তকারী সরকারী ব্যক্তিদের মতামত নেওয়াও উচিত। মোটামুটি এভাবেই একটি দুর্ঘটনার প্রতিবেদন রচনা করা যায়। তবে ঘটনাভেদে রচনাশৈলীর কিছু পরিবর্তন বা পরিমার্জন ঘটতে পারে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

৩.২.৩ দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনার সময় সাংবাদিককে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিকের আত্মসংযম সমাজের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন ঘটনার প্রতি বাড়তি গুরুত্ব আরোপ গোটা পরিস্থিতিকে একটা খারাপ মোড় দিতে পারে একথা সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমকে মনে রাখতে হবে। অনেক সময়ে বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালনে সংবাদ মাধ্যমকে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার প্রকাশ বা সম্প্রচারের সময়েও আত্মনিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের জারি করা নির্দেশিকা প্রণিধানযোগ্য।

সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার পরে সংবাদপত্রগুলির কী ভূমিকা হবে সে সম্বন্ধে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা (১৯৬৯) ঃ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন আছে বলেই সঠিক ভাবধারায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও জনমত গঠন করা এবং জাতীয় সংহতি অর্জন করার লক্ষ্যে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের মননের প্রতিফলন ঘটানোর ব্যাপারে সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—এ কথাটাকে স্বীকার করে নিয়েই ভারতের প্রেস কাউন্সিল মনে করেন যে, যদি সাম্প্রদায়িকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলির ওপর প্রতিবেদন ও মন্তব্য করতে গিয়ে কোনও সংবাদপত্র নির্দিষ্ট নিয়ম ও মান বজায় রেখে চলতে না পারে, তবে সংবাদপত্রের মহান উদ্দেশ্যও যেমন খর্ব হবে, তেমনই সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতিও বিনষ্ট হবে ও অখণ্ডতা ব্যাহত হবে। খুব বিস্তারিত আলোচনায় না গেলেও নিচের কয়েকটি বিষয়কে কাউন্সিল সাংবাদিকতার নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন।

(১) সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনও তথ্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করা অথবা কোনও অপরীক্ষিত গুজবকে অথবা ভিত্তিহীন ধারণা বা সিদ্ধান্তকে প্রকৃত তথ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজে মন্তব্য করা।

(২) কোনও খবর বা মতামত পরিবেশনের ক্ষেত্রে মাত্রাধিক অথবা অসংযমী ভাষা প্রয়োগ—তা এমনকী সাহিত্যধর্মী আতিশয্য বা অলঙ্কার প্রয়োগ বা জোর দিয়ে কিছু বলার খাতিরেও নয়।

(৩) প্রকৃত বা মিথ্যা—যে কোনও অভিযোগ প্রতিকারের অছিলায় হিংসাকে প্ররোচিত করা অথবা প্রশ্রয় দেওয়া।

(৪) শান্তিপূর্ণ, বৈধ বা আইনসঙ্গতভাবে কোনও অভাব-অভিযোগের মীমাংসা হোক—সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃত অভিযোগগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই যখন সংবাদপত্রের যথার্থ দায়িত্ব, তখন মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও অভিযোগ খাড়া করা অথবা প্রকৃতপক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগকে বড় করে দেখানো শুধু যে অন্যায়

তাই-ই নয়, তা সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধও বটে। কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়ে, বিশৃঙ্খলা ত্বরান্বিত হয়।

(৫) কোনও সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিবিশেষের ওপর কুৎসামূলক ও অন্যায় আক্রমণ—বিশেষত যখন শুধুমাত্র কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ জাতিভুক্ত হওয়ার দরুন তার বা তাদের ওপর এই আক্রমণ শানানো হয়।

(৬) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ জড়িত আছেন এমন ঘটনাকে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া।

(৭) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দিগ্ধতা বাড়ায় না অথবা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির জন্ম দেয় না এমন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া।

(৮) আসলে মিথ্যা কিন্তু বিপজ্জনক খবর ছাপানো কিংবা কোনও খবর বা অন্য কিছু সম্বন্ধে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা, যার ফলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অথবা আঞ্চলিক বা ভাষাগত গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে।

(৯) প্রকৃত ঘটনাকে বাড়িয়ে স্পর্শকাতর করে তোলা এবং শীর্ষ শিরোনামে অথবা বড় বড় অক্ষরে সাজিয়ে এমন খবর পরিবেশন করা, যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়।

(১০) বিভিন্ন ধর্ম অথবা বিশ্বাস অথবা ধর্মপ্রবর্তকদের সম্পর্কে অসম্মানজনক, মর্যাদাহানিকর অথবা অপমানজনক মন্তব্য করা অথবা তাদের সঙ্গে ওই ধরনের কোনও কিছুর সম্পর্ক নির্দেশ করা।

সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ও সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা (১৯৯১) ঃ

(১) অস্থিরতা, ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন সাম্প্রদায়িক লেখার ওপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বহন করা উচিত।

(২) দোষী সংবাদপত্র অথবা সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারকে কখনও কখনও ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। কিন্তু তা কখনোই আইনের সীমা লঙ্ঘন করবে না। যদি কোনও সাংবাদিক গ্রেপ্তার হন অথবা তল্লাশি এবং আটক করা যদি জরুরি হয়, তবে প্রেস কাউন্সিলকে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তা জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখে জানানো একটু সুষ্ঠু প্রথা।

(৩) কোনও অবস্থাতেই বিজ্ঞাপন কম করে দেওয়া, সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র বাতিল করা, নিউজপ্রিন্টের কোটা বা অন্যান্য সুবিধা বাতিল করার মতো প্রতিশোধমূলক কোনও কাজ কর্তৃপক্ষ করবেন না।

(৪) সংবাদপত্রগুলিকে প্ররোচনামূলক এবং রোমাঞ্চকর শিরোনাম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৫) শিরোনামের মধ্যে নীচে মুদ্রিত খবরের বিষয়বস্তু যেন প্রতিফলিত হয়।

(৬) যদি মৃতের সঠিক সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ থাকে অথবা বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া সংখ্যাগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে, তবে শিরোনামে তা কম করে দেখানোই ভাল।

(৭) শিরোনামে যদি কোনও বিবৃত অভিযোগ ছাপা হয়, তবে যে ব্যক্তি বা সংস্থা সেই উক্তি করেছেন তার উল্লেখ থাকতে হবে অথবা অভিযোগটিকে অন্তত উদ্ধৃতি চিহ্ন-সংবলিত হতে হবে।

(৮) কোনরকম মন্তব্য অথবা মূল্যায়ন ছাড়াই সংবাদ প্রতিবেদন ছাপা উচিত।

(৯) কোনও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অথবা দলীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়, এমনকী নিরপেক্ষতার প্রশ্ন যেন পাঠকের মনেও না আসে সে ব্যাপারে যত্ন নিতে হবে।

(১০) সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করা হবে তাতে যেন সংযম বজায় থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার ব্যাপারে তে যেন সহায়ক হয়।

(১১) ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে বিলম্ব না করে যথাযথ গুরুত্বসহকারে তা প্রকাশ করতে হবে এবং গুরুতর ক্ষেত্রে দুঃখ প্রকাশও করতে হবে।

(১২) উপরি-উক্ত নিয়ম-নির্দেশ সাংবাদিকরা যেন আত্মস্থ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে প্রেস কাউন্সিল সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

জানুয়ারি ২১-২২, ১৯৯৩-এ রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের পর সংবাদপত্রগুলিকে দেওয়া প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশিকা ঃ

সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত ত্রুটি ও নীতি-বিগর্হিত কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্কতা বিষয়ে নির্দেশিকা ঃ

(১) সাম্প্রদায়িক কোনও তথ্য বা ঘটনাকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করা বা কোনও গুজব, ভিত্তিহীন সন্দেহ বা সিদ্ধান্তকে যাচাই না করেই সত্য ও সঠিক বলে চালানো এবং ওই ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজের মন্তব্য প্রতিষ্ঠা করা।

(২) কোনও খবর অথবা মতামত পরিবেশনের ক্ষেত্রে মাত্রাধিক অথবা অসংযমী ভাষা প্রয়োগ— তা এমনকী সাহিত্যধর্মী আতিশয্য অথবা অলঙ্কার প্রয়োগ বা জোর দিয়ে কিছু বলার খাতিরেও নয়।

(৩) প্রকৃত বা মিথ্যা—যে কোনও অভিযোগ প্রতিকারের অছিলায় হিংসাকে প্ররোচিত করা অথবা প্রশ্রয় দেওয়া।

(৪) শান্তিপূর্ণ, বৈধ ও আইনসঙ্গতভাবে কোনও অভাব-অভিযোগের মীমাংসা হোক—এ কথা মনে রেখে প্রকৃত অভিযোগগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই যখন সংবাদপত্রের যথার্থ দায়িত্ব, তখন মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও অভিযোগ খাড়া করা অথবা প্রকৃতপক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগকে বড় করে দেখানো শুধু যে অন্যায় তা-ই নয়, তা সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধও বটে। কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়ে, বিশৃঙ্খলা তরান্বিত হয়।

(৫) কোনও সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিবিশেষের ওপর কুৎসামূলক ও অন্যায় আক্রমণ—বিশেষত যখন শুধুমাত্র কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ জাতিভুক্ত হওয়ার জন্য তার বা তাদের ওপর এই আক্রমণ শানানো হয়।

(৬) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ জড়িত আছেন এমন ঘটনাকে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া।

(৭) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দিগ্ধতা বাড়ায় না অথবা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির জন্ম দেয় না এমন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া।

(৮) আসলে মিথ্যা কিন্তু বিপজ্জনক খবর ছাপানো কিংবা কোনও খবর বা অন্য কিছু সম্বন্ধে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা—যার ফলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অথবা আঞ্চলিক বা ভাষাগত গোষ্ঠীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে।

(৯) প্রকৃত ঘটনাকে বাড়িয়ে স্পর্শকাতর করে তোলা এবং শীর্ষ শিরোনামে অথবা বড় বড় অক্ষরে সাজিয়ে এমন খবর পরিবেশন করা, যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

(১০) বিভিন্ন ধর্ম অথবা বিশ্বাস অথবা ধর্মপ্রবর্তকদের সম্পর্কে অসম্মানজনক, মর্যাদাহানিকর অথবা অপমানজনক মন্তব্য করা অথবা তাদের সঙ্গে ওই ধরনের কোনও কিছুর সম্পর্ক স্থাপন করা।

৩.২.৪ যুদ্ধ

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বাদ দিলে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদকের (War Correspondent) সঙ্গে সংবাদ জগত ভালভাবে পরিচিত হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থেকে। তার আগে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব ছিল এবং তা সামরিক বাহিনীর গুণকীর্তনেরই সামিল ছিল। হাল আমলের ইরাক যুদ্ধ বা আগের দশকের উপসাগরীয় যুদ্ধ সংবাদ মাধ্যমে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে। উপগ্রহ টেলিভিশন চ্যানেলগুলি অবশ্যই এ বিষয়ে অগ্রণী। যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদকরা এখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে আসেন। এই ধরনের প্রতিবেদনে সামরিক ক্ষয়ক্ষতি জানানোর পাশাপাশি মানবিক আবেদনের একটি দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে। সামরিক এলাকার বাইরে সাধারণ নাগরিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন কিনা, যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি কোন সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করবে কিনা, যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে— এইরকম অজস্র দৃষ্টিকোণ আজ যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যুদ্ধরত দুপক্ষের বক্তব্য সমান গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা উচিত। বর্তমান পৃথিবীর যুদ্ধবিরোধী অবস্থানও এ প্রসঙ্গে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। সদ্য ঘটে যাওয়া ইরাক যুদ্ধের সময়, তার আগের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়, এমনকি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ একপেশে বক্তব্য প্রচার বারংবার বিতর্কের শিরোনামে এসেছে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কেও দুপক্ষের বক্তব্য যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকের নিজস্ব বিচারবোধ এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগও বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘটনার প্রকৃত চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করেন।

৩.২.৫ দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা

দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রেও সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমের আত্মসংযম এবং নৈর্ব্যক্তিকতা বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন চটকদারি পরিবেশন আগুনে ঘৃতাহুতির সমান হতে পারে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কথা আগেই সবিশেষে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা অথবা দুদলের সংঘর্ষ বিষয়ক খবর পরিবেশনের সময় সংবাদ মাধ্যমকে মনে রাখতে হবে তা যেন কোন পক্ষের মুখপত্রে না পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সংঘর্ষের কারণ, ফলাফল এবং পরিণতি সম্পর্কে সংযত, তথ্যধর্মী আলোচনা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সরকারী বক্তব্য প্রকাশের পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণসহ সাংবাদিকের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রও উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সাংবাদিকের একমাত্র তথ্যনিষ্ঠতার প্রতি দায়বদ্ধ

থাকা উচিত। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতির কারণে কোন পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে। এতে কেবল সামাজিক ক্ষতিই সাধিত হয় না, সংবাদ মাধ্যমের বস্তুনিরপেক্ষ চরিত্রও প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়।

৩.৩ সাংবাদিক সম্মেলন

সাংবাদিক সম্মেলন হল কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বা একাধিক আমন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এটি একপ্রকার ক্ষুদ্র দলগত জ্ঞাপন প্রক্রিয়া (Small group communication)। এক্ষেত্রে কোন বিষয় সম্পর্কে সরাসরি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজককে প্রশ্ন করা যায়। সরাসরি মুখের কথা হবার ফলে এর সংবাদমূল্য তথা বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সকল ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা কোন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকার নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান তাকে মিট দ্য প্রেস বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে সাংবাদিকরা বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। তখন সেটি হল মিট দ্য প্রেস। আর কোন বিশেষ খবর জানানোর জন্য কোন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলের নেতা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানান তখন তা হল সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্স।

সাংবাদিক সম্মলনে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য সাংবাদিকের কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেগুলি হল—

- প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্যাদি মজুত করা।
- প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির একটু পূর্ব-তালিকা প্রস্তুত করা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন অন্যান্য সাংবাদিকরাও এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। সেইজন্য একই বিষয়ে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন ভেবে রাখা জরুরী।
- প্রশ্ন উত্থাপনের সময় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমার চেয়ে নমনীয় আচরণ অনেক বেশি ফলপ্রসূ।
- প্রশ্ন উত্থাপনের সময় মনে রাখা উচিত এক্ষেত্রে যেন পাঠক বা দর্শকের আগ্রহ প্রতিফলিত হয়।
- প্রশ্ন উত্থাপনের সময় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিফলিত না হওয়াই ভাল।
- সাংবাদিক সম্মেলনে খুব চড়া গলায় কথা বলা বা মেজাজ হারিয়ে ফেলা দৃষ্টিকটু।
- প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত। এর ফলে তথ্য পাওয়া সহজ হবে। বড় প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া সহজ।
- তর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। সাংবাদিকের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব সম্মেলনকে কেবল সুচারুভাবে সম্পন্ন করবে না, অনেক বেশি তথ্য জানতেও সাহায্য করবে।

৩.৪ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

আধুনিক পৃথিবীতে খবর পরিবেশনের অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। নামকরণ থেকেই স্পষ্ট যে এই ধরনের প্রতিবেদনে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কেবলমাত্র কোন ঘটনার উল্লেখ নয়, এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হল ঘটনাকে কার্য-কারণ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা। সেই কারণে নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ

পরিবেশন করে বা ব্যাখ্যা করা এই প্রতিবেদনের অন্যতম চাহিদা। প্রত্যেক ঘটনারই কিছু প্রচ্ছন্ন দিক থাকে, থাকে প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দৃষ্টিকোণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ত্রিমাত্রিক এক প্রক্রিয়া। অতীতের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করাই এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য। রসকু ড্রামন্ড (Roscoe Drummond) নামে আমেরিকার এক বিখ্যাত ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদকের মতে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের অর্থ হল গতকালের পশ্চাদপটে আজকের ঘটনাকে বিচার করে আগামীকালের অর্থপ্রদান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁক দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কার্টিস ডি. ম্যাকডগ্গাল (Curtis D. MacDongall) তাঁর Interpretation Reporting গ্রন্থে লিখেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মার্কিনীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন নি। এর ফলে সংবাদ রচনাশৈলীতে পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন অধিকাংশ মার্কিনী অবাক হননি।

ম্যাকডগ্গাল-এর মতে সাংবাদিককে পরিদর্শকের উর্ধ্বে উঠতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে যে কোন খবরই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ঘটনার পারম্পর্যে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাজ। যুক্তিবোধ, গবেষণাধর্মিতা তাই একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকের অবশ্যম্ভাবী চরিত্র।

আজকের সমাজে ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। ওয়াল্টার লিপম্যান একদা বলেছিলেন সমাজ যত জটিল ও অস্পষ্ট হবে খবরের পশ্চাদপট ততত গুরুত্বপূর্ণ হবে। একথা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বর্তমানে প্রমাণিত। এছাড়াও বর্তমান সময়ে উদ্দীষ্ট পাঠক / দর্শক (target audience) মূল সংবাদ পেয়ে যান খুব তাড়াতাড়ি। মূলত টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন একটি খেলার সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে টেলিভিশনে। তখন উদ্দীষ্ট দর্শক খেলার প্রতিটি মুহূর্তের অগ্রগতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এমনকি সরাসরি সম্প্রচার না হলেও খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিভিশনের মাধ্যমে খেলার ফলাফল সম্প্রচারিত হয়। তখন পরের দিনের সংবাদপত্রে কেবলমাত্র খেলার ফলাফল প্রকাশ করলে মাধ্যমটি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলবে। তাই স্বল্প পরিসরে ফলাফল জানানোর পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ফলাফলের ব্যাখ্যা, বিশেষজ্ঞের মতামত। এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের কথাই ধরা যাক না কেন। ফলাফলের পাশাপাশি টস জিতে ভারতের ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত অথবা ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতা কেবল সংবাদপত্রেই আলোচিত হয়নি। এমনকি টেলিভিশনেও খেলা-সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানে ফলাফলের পাশাপাশি এই ব্যাখ্যামূলক আলোচনা উঠে এসেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ঘটনার নিরস প্রতিবেদন নয়। বরং তা লক্ষ্য দর্শককে শিক্ষিত করে ; 'কে' এবং 'কি'-র স্বল্প পরিসর থেকে 'কেন' এবং 'কিভাবে'-র বৃহৎ প্রেক্ষাপটে নিয়ে যায়।

৩.৫ তদন্তমূলক প্রতিবেদন

তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলতে বোঝায় জনস্বার্থে রচিত এক বিশেষ ধরনের প্রতিবেদন। সুগভীর অনুসন্ধানের

মাধ্যমে জনস্বার্থের পরিপন্থী আপাত লুক্কায়িত কোন তথ্যকে উন্মোচিত করাই মূলত তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলে পরিচিত। পল এন উইলিয়ামস্ (Paul N. Williams)-এর মতে এটি একটি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, কেবলমাত্র তথ্যের অনুসন্ধান নয়। বরং তথ্যের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিবেদনে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। কিন্তু সেখানে আবেগ বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের কোন স্থান নেই।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে অনেকে সমাজের বিবেকের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান। জাস্টিস এ. এন. গ্রোভার (A. N. Grover) তাঁর Press and Law বইতে ক্লার্ক আর মলেভহগ (Clark R. Mollevhogg)-এর Investigative Reporting বইটির মুখবন্ধ থেকে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

- এটি সংবাদিকের নিজস্ব কাজ। অন্য কোন ব্যক্তি তাঁকে সহায়তা করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকের ভূমিকাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ;
- এই তদন্তের বিষয় অবশ্যই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়া প্রয়োজন ; এবং
- জনগণের কাছ থেকে সত্য গোপন বা মিথ্যা চাপিয়ে দেওয়ার কোন প্রচেষ্টা থাকা চলবে না।

সাধারণত অন্যায়, অপরাধ, অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিষয় হতে পারে। এছাড়াও সমাজ তথা জনগণের জন্য জরুরি যে কোন বিষয়ই তদন্তমূলক প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত এ ধরনের সংবাদিকতার চরিত্রহানি ঘটায়।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনা থেকে। ১৯৭২ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়াশিংটনের ওয়াটারগেট হোটেলে অবস্থিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দপ্তরে আড়িপাতার যন্ত্র বসানো হয়েছিল এবং এই ঘটনায় মদত দিয়েছিলেন খোদ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং রিপাবলিকান পার্টি— এই তথ্য তদন্তমূলক অনুসন্ধান করে উদ্ধার করেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার দুই তরুণ সাংবাদিক কার্ল বার্নস্টেইন (Carl Bernstein) এবং বব উডওয়ার্ড (Bob Woodward)। এই তদন্তের ফলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়।

বার্নস্টেইন এবং উডওয়ার্ড ওয়াটারগেট ঘটনায় গ্রেপ্তার চার ব্যক্তিকে জেরা করার মধ্যে দিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। তদন্তের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হয়। তাঁরা বলেছিলেন, "আমরা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইনি, আমরা কেবল খবরটাকে তাড়া করেছিলাম।" এরকমই কোন ঘটনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থেকে তদন্তমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয়। পুলিৎজার জয়ী সাংবাদিক রবার্ট গ্রিন এই বিষয়টিকেই বলেছেন খবর শোঁকা বা। এর ভিত্তিতেই তদন্তের প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি, প্রমাণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সাংবাদিককে যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

ভারতবর্ষে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা শুরু হয় মূলত ১৯৭৭ সালে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পর। বিশেষত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে সেসময় এই ধরনের বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ভাগলপুর জেলে বন্দীদের পুলিশ কর্তৃক অন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা, কুয়ো তেল কেলেঙ্কারি,

বোফর্স কেলেঙ্কারি, হাওলা কেলেঙ্কারি থেকে সাম্প্রতিককালের তহেলকা কাণ্ড বা কার্গিল যুদ্ধের সময় কফিন কেলেঙ্কারির মত অজস্র তদন্তমূলক প্রতিবেদন ভারতের সাংবাদিকতার ধারাকে পুষ্ট করেছে।

ওয়াল্টার লিপম্যান বলেছিলেন সমাজ যত জটিল হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গুরুত্ব এবং ক্ষেত্র তত প্রসারিত হবে। বর্তমান জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যায়-অবিচারের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই প্রসারিত হচ্ছে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার সুযোগ। কিন্তু এর পাশাপাশি সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্বও বাড়ছে। তদন্তমূলক সাংবাদিকতার লক্ষ্য জনস্বার্থে কোন ঘটনার লুক্কায়িত দৃষ্টিকোণ যথাযাথ তথ্যের সাহায্যে উন্মোচন করা। এক্ষেত্রে মিথ্যা বা অর্ধসত্যের কোন স্থান নেই। কারণ তাতে জনস্বার্থই লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু আজকের মারাত্মক প্রতিযোগিতার মাঝে সাংবাদিকের সামনে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নামে মিথ্যা বা অর্ধসত্য প্রচারের টোপও প্রচুর। এরকম ঘটনার উদাহরণ দেশে বিদেশে খুব কমও নয়। কিন্তু সমাজের বিবেকের যে কণ্ঠস্বর প্রকৃত তদন্তমূলক সাংবাদিকতা প্রকাশ করে, এ ধরনের প্রবণতা তার পরিপন্থীই কেবল নয়, এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের প্রতি জনগণের আস্থাও কমিয়ে দেয়। স্বভাবতই তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থেই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বা অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের মতামত প্রাসঙ্গিকভাবে নীচে উল্লিখিত হল—

অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা, আদর্শ ও এক্তিয়ার ঃ

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে

(ক) এটি কোন সাংবাদিকেরই কাজ হতে হবে, অন্য কারোর নয়

(খ) এ বিষয়টি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট হতে হবে

(গ) জনসাধারণের থেকে সত্যকে গোপন রাখার একটি প্রয়াস চলে

(১) প্রথম আচরণবিধিটি (ক) এর প্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্তের অনুসারী। এই অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথাগতভাবেই তদন্তকারী সাংবাদিককে তাঁর লেখাটি সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে যেগুলির অনুসন্ধান, অনুবেক্ষণ এবং সত্যতা নিরূপণ তিনি স্বয়ং করেছেন। তৃতীয় কোনও পক্ষের আহরিত তথ্য যা কোনও প্রত্যক্ষ, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক পরীক্ষিত নয়-—তার ভিত্তিতে লেখাটি তৈরি করা উচিত নয়।

(২) কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা উচিত কোন কোন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে একটা সংঘাত দেখা দিতে পারে। তদন্তকারী সাংবাদিককে সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং একদিকে উন্মোচন ও অন্যদিকে গোপনীয়তার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, তবে সবার ওপরে জনকল্যাণকে স্থান দিয়েই এটা করতে হবে।

(৩) তদন্তকারী সাংবাদিককে অপরিণত, অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট তথ্য, যা স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা নয়, সেগুলি থেকে ঝটিতি ভেলকিবাজির মতো চমকপ্রদ কিছু তৈরি করে ফেলার লোভ সংবরণ করতে হবে।

(৪) কাল্পনিক তথ্যকে ভিত্তি করার, অস্তিত্বহীন কোনও কিছুকে খুঁচিয়ে বার করার বা কারণ ব্যতিরেকেই অনুমান করার প্রবণতাকে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। যত বেশি সম্ভব তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে, সেগুলি কাজে লাগাতে হবে এবং প্রেসে পাঠানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৫) সংবাদপত্রগুলির তথ্যের সত্যতা ও যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য কঠোর নিদর্শ থাকা উচিত। তদন্তের রায়গুলিকে বিষয়গতভাবে পরিবেশন করা উচিত, অতিরঞ্জন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে।

(৬) সাংবাদিকের তদন্তাধীন বিষয় অথবা প্রশ্নটি নিয়ে এমনভাবে এগোনো উচিত নয়, যাতে তিনি নিজেই অভিযোক্তা অথবা মামলার অধিবক্তা হয়ে যান। সাংবাদিকের মনোভাব হওয়া উচিত স্পষ্ট, সঠিক এবং নিরপেক্ষ। বিবেচ্য বিষয়টির পক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত তথ্যগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর সেগুলি স্পষ্টভাবে এবং আলাদা আলাদাভাবে বিবৃত করা উচিত যার মধ্যে থাকবে না কোনও একতরফা সিদ্ধান্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য। প্রতিবেদনটি সুরে অন্তর্বস্তুতে হওয়া উচিত পরিমিত, শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ, ঠিক এমনটি হওয়া উচিত তার ভাষাও। কখনোই অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক, কণ্টকাকীর্ণ, বিদ্রূপাত্মক এবং ভর্ৎসনামূলক হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যখন সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয় যার অভিযোগে বর্ণিত কার্যকলাপ অথবা অশোভন আচরণ নিয়ে তদন্ত চলছে। অথবা তদন্তকারী সাংবাদিকের কাজকর্ম এমন হওয়া উচিত নয় এবং সেই ব্যক্তি যার অভিযোগে বর্ণিত অপরাধমূলক কাজকর্ম এবং অশোভন আচরণ তদন্তাধীন রয়েছে তার বিরুদ্ধে অপরাধ অথবা নিরপরাধের রায় এমনভাবে দেওয়া উচিত নয় যাতে মনে হয় তিনি (সেই সাংবাদিক) একজন বিচারক হিসাবে অভিযুক্তের বিচার করছেন।

(৭) একটি প্রতিবেদনের তদন্ত, উপস্থাপনা ও প্রকাশনার গোটা প্রক্রিয়ায়, তদন্তকারী সাংবাদিক/ সংবাদপত্রের অপরাধ ব্যবহারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই নীতি অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগকৃত অপরাধ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিরপেক্ষ, নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদির দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিরপরাধ।

(৮) কারও ব্যক্তিগত জীবন, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির হলেও, তা তার একান্ত নিজস্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও ব্যক্তির অপরাধ / অন্যায়ের সঙ্গে তার সরকারি পদ বা ক্ষমতার অপব্যবহার জড়িত থাকার তথা জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত জীবন ও তার গোপনীয়তার উন্মোচন অনুমোদনযোগ্য নয়।

(৯) একজন সাংবাদিকের তদন্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির স্পষ্ট প্রয়োগ হতে পারে না। তবুও সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলিকে সমদর্শিতা, নৈতিকতা এবং বিবেকের ভিত্তিতে পথনির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৬ সারাংশ

খবরের নিয়মিত যোগানের পাশাপাশি এমন বহু ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে আগে থেকে যার আঁচ পাওয়া

যায় না। সেই সমস্ত ঘটনার খবর সাংবাদিককে সংগ্রহ করতে হয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে। একেই বলা হয় Spot news। ঘটনাভেদে এর পরিবেশনের শৈলীও পৃথক। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক সম্মেলন খবর সংগ্রহের একটি বড় মাধ্যম। সরাসরি মন্তব্য পাবার দরুন এটির সংবাদমূল্য তথা বিশ্বাসযোগ্যতাও বেশি। এর পাশাপাশি কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ দেবার পাশাপাশি তার গভীরতর ব্যাখ্যা বা অনুসন্ধান প্রয়োজন। এটি পাঠক বা দর্শককে শিক্ষিত করে, ঘটনার অন্তরালের আপাত লুক্কায়িত ঘটনা সর্বসমক্ষে উন্মোচন করে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যামূলক এবং তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তাও ঊর্ধ্বমুখী।

৩.৭ অনুশীলনী

১) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

ক) দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন রচনার বিশেষত্ব কি?

খ) ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের জনপ্রিয়তা ঊর্ধ্বমুখী কেন?

গ) তদন্তমূলক সাংবাদিকতা কি? তার সীমা কি নির্দিষ্ট? এর বৈশিষ্ট্য কি?

২) টীকা :

ক) বিপর্যয়ের খবর

খ) দুর্ঘটনার খবর

গ) দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনার খবর

ঘ) সাংবাদিক সম্মেলন

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. M. V. Kamath : Professional Journalism.

২. M. V. Kamath : Journalist's Hand.

৩. Patanjali Sethi : Professional Journalism.

৪. Melvin Mencher : Basic News Writing

৫. S. K. Aggarwal : Investigative Journalism in India.

৬. Chalapati Rao : The Romance of the Newspaper.

৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : সংবাদ বিদ্যা।

একক ৪ ◻ সংবাদপত্র ও সংবাদ ভাবনা

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ ফিচার

৪.২.১ ফিচারের সংজ্ঞা

৪.২.২ ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদন

৪.২.৩ ফিচারের বিষয়বস্তু

৪.২.৪ ফিচারের বৈশিষ্ট্য

৪.২.৫ ছবির ব্যবহার

৪.২.৬ ফিচারের গুরুত্ব

৪.৩ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

৪.৩.১ মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ

৪.৩.২ বৈশিষ্ট্য

৪.৩.৩ মানবিক আবেদনমুখী দৃষ্টিকোণ

৪.৪ সঙ্গীত সমালোচনা বা পর্যালোচনা

৪.৪.১ সমালোচনাকারী

৪.৪.২ সঙ্গীত সমালোচনা কী

৪.৪.৩ ছবির ব্যবহার

৪.৪.৪. মিউজিক রিভিউ এর প্রয়োজনীয়তা

৪.৫ পুস্তক সমালোচনা

৪.৫.১ সমালোচনাকারী

৪.৫.২ সমালোচনা কী

৪.৫.৩ পাঠক কারা

৪.৫.৪ পুস্তক সমালোচনার বৈশিষ্ট্য

৪.৫.৫ পুস্তক সমালোচনার নিয়ম

৪.৫.৬ মাধ্যম নির্বাচন

৪.৫.৭ সমালোচনা লেখার পদ্ধতি

৪.৫.৮ পুস্তক সমালোচনায় সংবাদিকতা সুলভ লেখা

৪.৬ সিনেমা সমালোচনা

৪.৬.১ সিনেমা সমালোচনা কী

৪.৬.২ সমালোচনাকারী

৪.৬.৩ সমালোচনা শৈলী

৪.৬.৪ সমালোচনা করার নিয়ম

৪.৬.৫ জনপ্রিয়তার কারণ

৪.৭ নাট্য সমালোচনা

৪.৭.১ নাটক সমালোচনা কী

৪.৭.২ সমালোচনা করার নিয়ম

৪.৭.৩ সমালোচনা লেখার কৌশল

৪.৮ প্রদর্শনী সমালোচনা

৪.৮.১ সমালোচনাকারী

৪.৮.২ প্রদর্শনী সমালোচনা লেখার নিয়

৪.৮.৩ চিত্রকলা ও রং প্রসঙ্গ

৪.৮.৪ শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

৪.৯. সাক্ষাৎকার গ্রহণ

৪.৯.১ সাক্ষাৎকারী

৪.৯.২ সাক্ষাৎকারের ধরন

৪.৯.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি

৪.৯.৪ সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়ম

৪.৯.৫ লেখন শৈলী

৪.১০ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ পরিচালনা

৪.১০.১ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ কী

৪.১০.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

৪.১১ চিত্র সাংবাদিকতা

৪.১১.১ চিত্র সাংবাদিকতার অর্থ

৪.১১.২ চিত্র সাংবাদিকতায় ফটো

৪.১১.৩ চিত্র সাংবাদিকতার গুরুত্ব

৪.১১.৪ সংবাদচিত্র

৪.১১.৫ সংবাদচিত্র সম্পাদনা

৪.১১.৬ ক্যাপশন ও সূত্র

৪.১১.৭ নৈতিকতা

৪.১১.৮ ফটোগ্রাফার সাংবাদিক কিনা

৪.১১.৯ ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের গুণাবলী

৪.১২ অনুশীলনী

৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম জনমানসে এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রগুলিও এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিষয়গত পরিবেশনে তারাও আনছে পরিবর্তন। মানবিক আবেদনমূলক সংবাদের পাশাপাশি, ফিচার, সাক্ষাৎকার, এবং নানা ধরনের রিভিউ প্রকাশ করছে। সংবাদচিত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে সংবাদপত্রের বিষয়বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তুলছে। কিন্তু এ সমস্তর পিছনে এক যৌথ কর্মকাণ্ড জড়িয়ে আছে। কিন্তু কী ভাবে? তাই এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

৪.১ প্রস্তাবনা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কিভাবে একজন ফিচার লিখবেন, কিভাবে সাংবাদিক সংবাদকে করে তুলবেন মানবিক আবেদনসম্পন্ন প্রতিবেদন, তা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক পড়লেই শেখা যায় না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও হাতে-কলমের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শেখা দরকার হয়। তবে বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে ফিল্ডে কাজ করতে সুবিধা হয়। সাধারণ ফটো আর সংবাদচিত্র-র ধারণা থাকলে সাংবাদিক সহজেই চিনে নিতে পারেন সংবাদচিত্রকে। আবার আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে রিভিউ লেখা যায় না। সাধারণ নিয়মগুলি তাই জানতেই হয়। ফিচারকে যথাযথ বুঝে সাংবাদিক ধরে রাখেন তাঁর পাঠককে। এসকল বিষয় হাতে-কলমের কাজ হলেও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সংবাদিক, শিক্ষানবিশের কর্মকাণ্ডের পথকে আরো মসৃণ করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪.২ ফিচার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সংবাদ ও তথ্য জানানোর কৌশলকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ শুধুমাত্র সংবাদ জানানোর মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমগুলি ক্ষান্ত নয়। তারও বিশেষ বিশেষ ধরন আছে ; যা পাঠককে তথ্য ও সংবাদ জানানোর সাথে সাথে আনন্দও দেয়। ফিচার হল সেই সুখপাঠ্যের বিষয়।

৪.২.১ ফিচারের সংজ্ঞা

ফিচারের ধরন ও তার কাঠামো কি হওয়া উচিত এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে ফিচার সম্পর্কে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক উইলিয়াম থ্যাকারের কথাটি একজন সাংবাদিকের মনে রাখা দরকার— "দ্য টু মোস্ট

এনগেজিং পাওয়ারস্ অব অ্যান অথার টু মেক নিউ থিংগস্ ফেমিলিয়ার অ্যান্ড ফেমিলিয়ার থিংগস্ নিউ" অর্থাৎ চেনা জগতের অজানা দিক এবং অজানাকে জানানো ফিচার লেখকের কাজ।

লুইস আলেকজান্ডার মনে করেন ফিচার শুরু হয় রিপোর্টিং দিয়ে এবং পাঠকের কাছে ঘটনাটির বর্ণনা ও তার অর্থ পৌঁছে দেয়। জি. এফ. মট [G. F. Mott] এর মতে— "Features entertains, informs, teaches" অর্থাৎ ফিচার পাঠককে আনন্দ দেয়, তথ্য জানায় এবং কিছু শেখায়।

বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম ব্ল্যায়ার ফিচার কি তা বোঝাতে গিয়ে বলছেন— "a detail presentation of facts in an interesting way adopted to rapid reading for the purpose of entertain or informs the average persons" অর্থাৎ ফিচার হল এমন এক ধরনের লেখা যা দ্রুতপাঠের উপযোগী করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা হয়। ফিচারের উদ্দেশ্য গড়পড়তা সাধারণ পাঠককে তথ্য জানানো বা আনন্দ দেওয়া।

বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মতে ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদনের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। ফিচারে তথ্য ও সংবাদকে শুধুমাত্র সবিস্তারে সাজিয়েই দেওয়া হয় না, তাকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতেও পরিবেশন করা হয়, যা পড়ে পাঠক আনন্দ পায়।

৪.২.২ ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদন

সংবাদ প্রতিবেদনে কোন ঘটনা বি বিষয়ের তথ্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফিচারে কিন্তু তথ্য জানানোর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পশ্চাদপট তুলে ধরে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশন করা হয়। এমনকি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হয় ফিচারে।

সংবাদ প্রতিবেদনের মত কে, কী, কখন, কোথায়, কেন এবং কেমনভাবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হয়না ফিচার লেখক। ফিচারকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঘটনার প্রভাবকে ফিচারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

৪.২.৩ ফিচারের বিষয়বস্তু

ফিচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন Sky is the limit. মূলত গভীর ও মননশীল পর্যবেক্ষণ থেকেই এর বিষয়বস্তু বার করে আনতে পারেন ফিচার লেখক। আসলে বিষয়ের নতুনত্বই ফিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

জে. ইউ. জি. রাও মহাত্মা গান্ধীর ছাগলের দুধ খাওয়া নিয়ে এক 'সাক্ষাৎকার' ভিত্তিক ফিচারে লিখেছিলেন। সবাই জানেন গান্ধীজি ছাগলের দুধ খেতেন নিয়মিত। এ ধরনের বিষয়বস্তুকে নিয়ে লেখা ফিচার পাঠককে আকর্ষণ করেছিল। আবার পি. টি. ট্যান্ডন নেহেরুর সোভিয়েত সফরের সময় তাঁর রাঁধুনী 'বুধি'কে নিয়ে লিখেছিলেন—"The cook who went tomorrow" শীর্ষক ফিচার।

ফিচারের বিষয়বস্তু হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে তাঁর আরদালি বা লিফ্‌টম্যান অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আসলে পাঠকের সামনে অজানা জগতের অজানা ঘটনা বা চেনা জগতের অচেনা কোন মাত্রা তুলে ধরতে পারলে তা ফিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে।

৪.২.৪ ফিচারের বৈশিষ্ট্য

ফিচার বিনোদনমূলক বিষয়বস্তু হলেও তার প্রধান আকর্ষণ মানবিক স্পর্শে। ফিচার সংবাদ প্রতিবেদনের তুলনায় একটু হালকা চালের, হালকা মেজাজের লেখা এবং এটি সংবাদ প্রতিবেদনের মত উল্টো পিরামিড পদ্ধতিতে লেখা হয়না।

ফিচারে তথ্যকে বিস্তৃত ভাবে সাজিয়ে দিলেই হয়না, প্রয়োজনে তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন যা নতুন দিককে তুলে ধরতে সাহায্য করে। ফিচার নিরপেক্ষভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ করে। পাঠককে কোন একটি মতামতে চালিত করা ফিচার লেখকের কাজ নয়। ভালো ফিচার পাঠক গল্পের মত পড়ে যান। তবে ফিচার গল্পের মত কল্পনাপ্রসূত নয় ; তা অবশ্যভাবেই তথ্যভিত্তিক।

একটা ভালো ফিচারের সাধারণত তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন—

(১) সহজ সরল বর্ণনা।

(২) সুনিয়ন্ত্রিত রচনাশৈলী, যাতে পাঠকের বিরক্তিকর উপাদান অনুপস্থিত।

(৩) সুপ্রচুর ঘটনা বা বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটানো।

৪.২.৫ ছবির ব্যবহার

সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ফিচারকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ফিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক ছবি বা স্কেচের প্রচলন উল্লেখ করার মত। যেমন ভ্রমণ সম্পর্কে ফিচার হলে সংশ্লিষ্ট জায়গার ছবি, বা খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার হলে খেলোয়াড়ের ছবি অথবা খেলার এক বিশেষ মুহূর্তের ছবি ছেপে দেওয়া হয়।

ফিচার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় শিরোনাম, যা সাধারণ পাঠককে ফিচার পড়তে উৎসাহিত করে।

৪.২.৬ ফিচারের গুরুত্ব

সংবাদপত্রের ইতিহাসবেত্তারা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ফিচারের রমরমা। দেখা গেল উপন্যাস, ছোটগল্পের চেয়ে সংবাদপত্রের ফিচারের আকর্ষণ পাঠকের কাছে বেশি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রেডিও, টিভির ক্রমপ্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিতেই ফিচারের আবির্ভাব। আজকে ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের যুগে স্পট নিউজ মানুষ সংবাদপত্র দেবার অনেক আগেই পেয়ে যাচ্ছেন। পালশীহান মনে করেন— "the days of the scoop and the extra gone". সংবাদপত্র তাই ডুব দিয়েছে সংবাদের অন্তরালে। তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন দিককে তুলে ধরা হয় ফিচারে, যা আদতে পাঠককে চিন্তার সূত্র যুগিয়ে দিতে সাহায্য করে।

মানুষের পাঠাভ্যাসও দ্রুত বদলাচ্ছে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মানবিক আবেদন পড়ার মত সময় মানুষ পাচ্ছে না। ফিচারের মানবিক স্পর্শেই সে স্বাদ মেটাচ্ছে। তাছাড়া ফিচারের মধ্য দিয়ে তথ্য জানানোর নতুন স্টাইল তাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে। সংবাদপত্রে ফিচার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে ব্রায়ান নিকোলাস তাঁর 'Feature with Flair' গ্রন্থে ফিচারকে সংবাদপত্রের 'Soul' বা আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন।

৪.৩ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

এখন গণমাধ্যমগুলিতে চটকদার সংবাদ পরিবেশনের রমরমা ব্যাপার। মানবিক আবেদন মূলক সংবাদের বিষয়টি ধীরে ধীরে আড়ালো আড়ালে সরে যাচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমগুলির বাজারী প্রবণতার দরুণ সাধারণ পাঠকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলত প্রশ্ন ওঠে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ কি? তার গুরুত্ব কোথায়?

আজকের সংবাদ মাধ্যমে বা মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ প্রতিবেদন খুবই আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। সংবাদ ডেস্ক ও রিপোর্টাররা, এমনকি সংবাদ সংস্থা পর্যন্ত এ ধরনের বিষয় ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিশেষভাবে মাথা ঘামাচ্ছে। স্বভাবতই, এই প্রেক্ষাপটে মানবিক-আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং কিভাবে তা পরিবেশন করতে হয় তা নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

৪.৩.১ মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ

আক্ষরিক অর্থে যদি ধরা যায়, যে সংবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করে তাই হল হিউম্যান ইন্টারেস্ট বা মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সমস্ত ধরনেরই খবরেরই প্রথম শর্ত হচ্ছে পাঠকের দৃষ্টি ও আগ্রহ আকর্ষণ করার যোগ্যতা। যে খবর পাঠককে পড়তে আগ্রহী করে না, তা খবরই নয়। এটাই তো সাংবাদিকতায় সংবাদ নির্বাচনের প্রচলিত রীতি।

এই রীতিকে সামনে রেখে এ ধরনের সংবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার্য বিষয়। পাঠকের মনে আবেদন তৈরি করতে পারলেই কোন 'সংবাদ'কে 'মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ' সংবাদ বলা যায় না। সমস্ত ধরনের 'সংবাদ'এরই আবেদন আছে বা থাকা উচিত পাঠকের কাছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই 'আবেদন' এক ধরনের নয়। ঘটনা বা তথ্য জানার জন্য পাঠক যে প্রতিবেদন পড়ছেন তার আবেদন এক ধরনের। কিন্তু 'জোড়া-কন্যা গঙ্গা-যমুনা ভোট দিতে যাবে' এই প্রতিবেদনের আবেদন কি একই ধরনের? আবার 'আর. কে. নারায়ণন রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম ভোট দিলেন' এই সংবাদ প্রতিবেদনের সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার ভোট দেবার খবরের কোন পার্থক্য নেই। দুটো সংবাদেরই 'আবেদন' আছে পাঠকের কাছে। কিন্তু পৃথক ধরনের 'আবেদন'। রাষ্ট্রপতির ভোটদানের খবরটার রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণের আবেদন আছে। কিন্তু 'গঙ্গা-যমুনা' ভোটার হিসেবে সাধারণ, রাজনৈতিক গুরুত্বে তাদের খবর হয়ে ওঠার কোন যোগ্যতা নেই। কোন কোন সাধারণ ভোটার ভোট দেওয়া নিয়ে সাধারণ পাঠকেরই কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ নেই। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা রাজনৈতিক বিবেচনায় ভোটার হলেও, সবাই জানেন, তাদের দেহপরস্পরের সঙ্গে জোড়া, সেই অবস্থাতেই তাদের বয়স আট বছর পার হয়েছে এবং তারা ভোট দেবে। এটা 'সংবাদযোগ্য' ঘটনা তার কারণ তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার। এর 'আবেদন' পাঠকের আবেগের (emotion) কাছে। ভোট নিয়ে গুচ্ছ খবরের ভিড়েও গঙ্গা-যমুনার খবরটি পাঠকের মনের নরম কোণে দাগ কাটবে। একেই বলে 'মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ' সংবাদ বা Human-interest news।

৪.৩.২ বৈশিষ্ট্য

মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন—

(১) মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের মূল আবেদন পাঠকের মানবিক আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণতার কাছে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

(২) সাধারণভাবে সংবাদের ক্ষেত্রে কি, কখন, কোথায়, কিভাবে ঘটল বা কারা ঘটালো'র মতো পয়েন্টগুলো যে রকম ও যে ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে তা সে ভাবে হয় না। এখানে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যতিক্রমধর্মীতা। ঘটনার স্থানকাল পাত্রপাত্রীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল বিষয়টি পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার অনুভূতিপ্রবণতায় নাড়া দিতে পারবে কিনা।

(৩) সাধারণ সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাৎক্ষণিকতা বা 'immediacy'। ঘটনা কতটা 'টাটকা' তা অন্যতম প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের তা হয় না। আজকের খবর কালকে বাসি, অর্থাৎ তা সংবাদ— এমনটা এক্ষেত্রে ঘটেনা।

(৪) সাধারণভাবে, সংবাদ-যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন বিষয় বা ঘটনা 'সংবাদ' হিসেবে গুরুত্ব পাবার সময় ঘটনার সাম্প্রতিকতম পরিণতি বা চূড়ান্ত পরিণতি কী, সেটাই নজর করা হয়, অর্থাৎ সংবাদ সাধারণভাবে চূড়ান্ত পরিণতিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পয়েন্ট। এটাই হার্ডনিউজের রীতি। সেকারণেই সংবাদ প্রতিবেদনে থাকে ইন্ট্রো বালাড। প্রথমেই পাঠককে 'পরিণতি' অংশটি ধরিয়ে দিয়ে খবর পরিবেশন শুরু করা হয়। মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রেও 'চূড়ান্ত পরিণতি' বা Climax অবশ্যই থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংবাদ-পরিণতি হিসেবে চূড়ান্ত পরিণতিটি সাধারণ হার্ডনিউজের মত করে প্রাসঙ্গিক বা বিচার্য নয়। ফলে লেখার ক্ষেত্রে প্রচলিত ইন্ট্রো-রীতি ও মানবিক আবদেন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। যেমন ধরা যাক, 'মানবশিশু পাহারায় তিন কুকুর'— এই যে সংবাদটি। এর চূড়ান্ত পরিণতি কী? কিন্তু যদি হাসপাতালে বাচ্চাকে খেয়ে ফেলত কুকুর, তাহলে তার সংবাদ হিসেবে মেজাজ হতো আলাদা, তার ইন্ট্রোলিডও পৃথক হতো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সাধারণভাবে সফট নিউজ বা নরম সংবাদ।

৪.৩.৩ মানবিক আবেদনমুখী দৃষ্টিকোণ

মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসে, যা আধুনিক সংবাদ প্রতিবেদন রীতিতে চালু হয়ে উঠছে নজরকাড়া ভাবে।

এ আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, হয়তো শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রতিবেদন হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ একটি সংবাদ হয় মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে, নয় পারে না।

কিন্তু এটা হলো মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সম্পর্কে একটি একমাত্রিক ধারণা। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাংবাদিকরা মনে করেন যে কোন সংবাদযোগ্য ঘটনাতে হার্ডনিউজ বার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদনকে দেখতে হবে, তাতে মানবিক আবেদনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন খবর করা যায় কিনা। কোন সংবাদযোগ্য ঘটনার 'হার্ডনিউজ'-এর একটা দিক যেমন থাকে তেমনি থাকতে পারে মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ একটি বা একাধিক দিক।

৪.৪ সঙ্গীত সমালোচনা বা পর্যালোচনা

ইংরেজি 'মিউজিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংগীতবিদ্যা। আবার কবিতায় সুরারোপ করাও মিউজিকের পর্যায়ে পরে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য মিউজিক রিভিউ বলতে এখানে ক্যাসেট রিভিউ এবং সাম্প্রতিক সময়ের সিডি রিভিউকে বোঝানো হল।

গান বা সঙ্গীত বিনোদনের এক বিশেষ মাধ্যম। গানের বিশাল বাজারকে সামনে রেখে ছোটবড় বহু ক্যাসেট কোম্পানি গড়ে উঠেছে। ক্যাসেটের পাশাপাশি গানের সিডিও তৈরি হচ্ছে। এইসব কোম্পানিগুলি ক্যাসেট এবং সিডি সংবাদপত্র অফিসে পাঠান রিভিউ-এর জন্য।

৪.৪.১ সমালোচনাকারী

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে সংবাদপত্রের সাংস্কৃতিক বা বিনোদনের পৃষ্ঠার দায়িত্বে থাকেন একজন দক্ষ ও অভিক্ষ সাংবাদিক। তাঁরা নিজে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে মিউজিক রিভিউ করিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সংবাদপত্র দফতরগুলিতে বহু ক্যাসেট আসে রিভিউ-এর জন্য। কিন্তু সবগুলিই রিভিউ করা সম্ভব হয় না। সংবাদপত্রগুলি তাই বেছে বেছে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী গুটিকয়েক মিউজিক রিভিউ করে থাকে। 'ক্যাসেট আমাদের পছন্দ' কথাগুলি তাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় স্পষ্টভাষায় উল্লেখ থাকে।

৪.৪.২ সঙ্গীত সমালোচনা কী

মিউজিক রিভিউয়ে ক্যাসেটের নাম, কে বা কারা গেয়েছেন তাদের বয়স, প্রকাশক কোম্পানীর নাম এবং ক্যাসেটটির দাম উল্লেখ করতে হয়। ক্যাসেটটিতে কটি গান আছে সে কথাও তুলে ধরতে হয়। তবে ভাল মিউজিক রিভিউয়ে গায়কের কণ্ঠমাধুর্য, সুর ও তাল-লয়ের ওঠানামা প্রসঙ্গে সমালোচক তাঁর মতামত প্রকাশ করে থাকেন। নতুন শিল্পীদের দুর্বলতা যেমন তুলে ধরে, তেমনি শিল্পীর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়। মিউজিকের নতুন আঙ্গিক, গানের খামতি বা কোন গানটি আরো একটু ভালো করা যেত, এ বিষয়গুলিও সমালোচক তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন।

৪.৪.৩ ছবির ব্যবহার

মিউজিকে ক্যাসেট, অ্যালবামের প্রচ্ছদের ছবি, গায়ক-গায়িকার ছবি দিয়ে সমালোচনাটিকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়।

৪.৪.৪ মিউজিক রিভিউ-এর প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকস্তরে মিউজিক বা গানের একটা বড় বাজার রয়েছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সংগীতপ্রিয় শ্রোতা রয়েছেন, যারা নতুন নতুন শিল্পী ও তাদের গান সম্পর্কে আগ্রহী। তাদের প্রিয়শিল্পীর নতুন ক্যাসেট প্রকাশিত হল কিনা তা জানতে চান। আবার নতুন শিল্পীরও সন্ধান করেন তারা।

মিউজিক রিভিউ শ্রোতাদের ওই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। এদিক থেকে বিচার করলে মিউজিক রিভিউ-এর সংবাদমূল্যও কম নয়। পাঠক এই রিভিউ পড়ে ক্যাসেট বা সিডি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৪.৫ পুস্তক সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনা বা বুক রিভিউ-এর জন্য কোন পূর্বনির্ধারিত সর্বসম্মত বিধিনিয়ম নেই। রিভিউ-লেখকের নিজস্ব কুশলতা, কাগজের নীতি, বইয়ের ধরন, পাঠকের রুচি-চাহিদা— এসবের ওপর নির্ভর কর তা গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাই বাঁধাছক অচল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমী দেশগুলিতে এবং সম্প্রতি আমাদের দেশে সীমিত ভাবে বেতার, দূরদর্শনে পুস্তক সমালোচনার চল থাকলেও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রেই তা জনপ্রিয়। চলতি রীতি অনুযায়ী দৈনিক সংবাদপত্রে বুক রিভিউ প্রকাশিত হয় সপ্তাহের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে। যেমন—আনন্দবাজার পত্রিকায় শনিবার প্রকাশিত হয় বুক রিভিউ 'পুস্তক পরিচয়' শিরোনামে। আজকাল সংবাদপত্রে রবিবার 'বই' এই শিরোনামে বুক রিভিউ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৪.৫.১ সমালোচনাকারী

বই রিভিউ করার জন্য অনেক সংবাদপত্রে নিজস্ব স্টাফ থাকে। তবে আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বই রিভিউ করানো হয়। অধ্যাপক, গবেষকরাই মূলত একাজ করে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা কাগজের বেতনভোগী নিয়মিত কর্মী নন। নির্দিষ্ট সমালোচনার ভিত্তিতে সংবাদপত্র থেকে অর্থ পেয়ে থাকেন।

৪.৫.২ সমালোচনা কী

বুক রিভিউ বলতে বোঝায় কোন বই সম্পর্কে সম্ভাব্য পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আনন্দবাজার পত্রিকার বুক রিভিউ সংক্রান্ত সাপ্তাহিক বিশেষ পাতাটির নামই দেওয়া হয়েছে 'পুস্তক পরিচয়'। বইয়ের বিষয়বস্তু, বইয়ের দাম, প্রকাশক, লেখকের স্টাইল ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঠককে জানানো। বিশেষজ্ঞ জন ড্রিউই তাঁর 'বুক রিভিউ' গ্রন্থে আদর্শ বুক রিভিউ বলতে তেমন লেখাকেই উল্লেখ করেছেন যে লেখায় একদিকে থাকবে বইটির প্রাথমিক পরিচয়, অন্যদিকে থাকবে রিভিউ লেখকের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ নিজস্ব মূল্যায়ন।

৪.৫.৩ পাঠক কারা

সার্থকভাবে পুস্তক সমালোচনা করতে হলে তার পাঠকমহল এবং পাঠক চাহিদা সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়—

(ক) সাধারণ পাঠক বা লাইব্রেরিওয়ালারা বইপত্র কেনার জন্যে রিভিউ পড়েন এবং পড়ে বই সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তৈরি করেন।

(খ) অনেকে পড়েন কোন প্রকাশনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা কী মনে করছে তা জানার জন্য।

(গ) অনেক সময় সব বই সকলের পক্ষে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই রিভিউ পড়েই বইটি সম্পর্কে আপাত ধারণা করে নিতে চান।

(ঘ) আবার অনেকে পড়েন শুধুই পড়ার জন্য। সম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম বা সংবাদ প্রতিবেদন পড়ার মতন নেহাতই তাৎক্ষণিক আকর্ষণ।

৪.৫.৪ পুস্তক সমালোচনার বৈশিষ্ট্য

সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বুক রিভিউ করতে গেলে কিছু রীতি বা নিয়ম মেনে চলা উচিত—

(ক) একজন বিশেষজ্ঞের মতে— "The reviewer should convey to the reader the news of the book, the who, what, when, where and 'how' of the book and the why." অর্থাৎ বইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

(খ) লেখকের পরিচয়।

(গ) একই বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত অন্যান্য লেখা এবং একই লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

(ঘ) লেখকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সাফল্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া।

(ঙ) সমকালীন প্রেক্ষাপটে বইটির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করা।

(চ) রিভিউ লেখককে বইটি সম্বন্ধে তাঁর মত বা মূল্যায়নকে যুক্তিপূর্ণ বা স্পষ্টভাষায় পেশ করতে হয়।

(ছ) রিভিউ লেখাটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা হয়ে উঠতে হবে। রিভিউ-এ যে বইটি সম্বন্ধে লেখা সেই বইটির ওপর নির্ভরশীল হবে না। রিভিউ লেখাটি যেন সুখপাঠ্য হয়।

৪.৫.৫ পুস্তক সমালোচনার নিয়ম

সঠিকভাবে বই নির্বাচন করা রিভিউ-এর ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। সংবাদপত্রগুলিতে বহু বই আসে সমালোচনার জন্য ; কিন্তু সব বই রিভিউ করা সম্ভব হয়না, তাই ঝাড়াই-বাছাই করতেই হয়।

শুধু বই নির্বাচন করলেই হল না, পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে আগাম প্রস্তুতি দরকার। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বই ও প্রকাশনা জগৎ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব ওয়াকিবহাল থাকা। সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ও সাময়িক পত্রগুলির বই রিভিউ-সংক্রান্ত পাতাগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। বই ও লেখকদের নিয়ে বেতার ও দূরদর্শন যে সকল অনুষ্ঠান করে তা শোনা ও দেখা প্রয়োজন। বই সম্বন্ধে সাম্প্রতিক তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার নিউজলেটার, বুলেটিন, বিজ্ঞাপন, প্রকাশন সমিতির মুখপত্রগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যাসের গুরুত্ব তো রয়েছেই।

রিভিউ-এর প্রধান মতই হচ্ছে বইটি ভালো করে পড়া। অভিযোগ, রিভিউ লেখকরা বহুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ না পড়েই বই রিভিউ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে কিছু খামতি থেকে যায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ প্রতিবেদনের একটি খসড়া তৈরি করে নেওয়া উচিত। সাথে সাথে পয়েন্টগুলো লিখে নেওয়া উচিত। এতে রিভিউ করতে সুবিধা হয়।

৪.৫.৬ মাধ্যম নির্বাচন

রিভিউ কোন মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তা লেখায় হাত দেবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ প্রত্যেকটি মাধ্যমেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। রিভিউ লেখককে দেখে নিতে হবে তিনি কোন পত্রিকার

জন্য লিখছেন, না কি কোন জনপ্রিয় সাময়িকপত্রের জন্য লিখছেন না কি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য লিখছেন। এছাড়া বেতার, দূরদর্শনে বই রিভিউ সম্পূর্ণ আলাদা।

৪.৫.৭ সমালোচনা লেখার পদ্ধতি

রিভিউ-এর বিষয়বস্তুকে খসড়া থেকে সাজিয়ে লেখার জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। অনেকে মনে করেন লেখার আগে কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে। যা মানসিক দূরত্বের জন্য দরকার। 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর ডঃ অ্যালেনসিন ক্লেয়ার উইলের কথা অনুযায়ী—"Sleep over your review. Do not attempt to write a review immediately upon completing a book. Think about the book and decide upon your approach before sitting down to typewriter."

- **শিরোনামে লেখা ঃ** প্রতিটি রিভিউ প্রতিবেদনেরই একটা উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। লেখ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিরোনাম গঠন করতে হয়, যা হবে রিভিউ-এর সামগ্রিক মূল্যায়নের একটি চুম্বক। রিভিউ প্রতিবেদনের প্রথম ধাপ তার শিরোনাম, ফলে এমন শিরোনাম গঠন করতে হবে যা পাঠককে পুরো প্রতিবেদনটি পড়তে উৎসাহিত করে।

- **নির্দেশিকা ও ছবি ঃ** যে কোন রিভিউ লেখাতেই পাঠক যাতে এক ঝলকে জানতে পারেন, সেজন্য বইয়ের নাম, লেখকের নাম, বইয়ের দাম, প্রকাশকের নাম— ইত্যাদি বিষয়গুলি মোটা হরফে রিভিউ লেখার গোড়ায় বা সব শেষে জুড়ে দেওয়া হয়। এই অংশকে বলে নির্দেশিকা।

এছাড়া খবরের কাগজে ও ম্যাগাজিনে সংশ্লিষ্ট বইটির প্রচ্ছদের ছবি দেওয়াও প্রচলিত রীতি। এর ফলে পাঠক বইটির দৃশ্যরূপটিও পেয়ে যান। আবার অনেক সময় বইটির মধ্যে ব্যবহৃত কোন ফটো বা স্কেচ প্রাসঙ্গিক মনে হলে রিভিউ-এর মধ্যে পুনঃমুদ্রিত করা হয়।

৪.৫.৮ পুস্তক সমালোচনায় সাংবাদিকতা সুলভ লেখা

'রিভিউ' শব্দটির মধ্যে বিশেষজ্ঞ সুলভ গাম্ভীর্যের আভাস থাকলেও, তা বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা হয় না। তার লক্ষ্য যত বেশি সংখ্যক পাঠককে আকর্ষণ করা। তাই রিভিউ লিখন কৌশল সংবাদিকতা সুলভ লেখার বাইরে নয়। সার্থক রিভিউ সাংবাদিকতারই অংশ। জন ড্রিউই-র মতে বই রিভিউতে সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিবেদন এবং ফিচারের লক্ষণগুলি বর্তমান। রিভিউতে বর্ণনা করতে হয় সংবাদের ঘটনা, বিবরণী পেশ করার মতন। সম্পাদকীয়তে যেমন থাকে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন— তেমনি থাকে রিভিউতেও। আবার লেখকের মতামতও এতে থাকে। ফলে রিভিউ অনেকটা কলাম লেখার মত।

রিভিউ লেখার শৈল্পিক কৌশল লেখকের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। সংশ্লিষ্ট বইটি পড়তে পাঠককে উৎসাহিত করার বিষয়টি তাকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

- **প্রয়োজনীয় সতর্কতা ঃ** বই রিভিউ করার সময় কিছু সতর্কতা ও নীতি অবলম্বন করতে হয়—

(১) কখনো কোন বন্ধু বা নিকটাত্মীয়ের লেখা বই রিভিউ করা উচিত নয়। তাহলে সঠিক বিচারের ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে।

(২) রিভিউতে কখনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেষপ্রসূত কোন সমালোচনা করা উচিত নয়।

(৩) উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বই রিভিউ লেখা অনুচিত।

৪.৬ সিনেমা সমালোচনা

জনমানসে সিনেমা আজ বেশ জনপ্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই সাংবাদিকতায় এই জনপ্রিয় বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। টেলিভিশনের পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলিও সিনেমা-সংক্রান্ত ফিচার, রিভিউ ইত্যাদি প্রকাশ করছে নিয়মিত।

৪.৬.১ সিনেমা সমালোচনা কী

সিনেমা রিভিউ বলতে বোঝায় সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া কোন সিনেমা সম্পর্কে সম্ভাব্য দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয় কিন্তু বহুমাত্রিক। গল্প, পরিচালক, নায়ক, নায়িকা থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয় এই সমালোচনায়। এছাড়া থাকে সমালোচকের মতামত। এই মতামত কখনো সরাসরি, আবার কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে।

৪.৬.২ সমালোচনাকারী

সংবাদপত্রগুলি তাদের বিশেষ ও দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে। তবে আজকাল দক্ষ ও সিনেমা পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের দিয়েই সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে। যেমন আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র 'পত্রিকা'য় শতাব্দী রায়, কখনো বা প্রভাত রায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখরা সিনেমা রিভিউ করে থাকেন।

৪.৬.৩ সমালোচনা শৈলী

সিনেমা রিভিউ-এর মধ্যে ফিচারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রিভিউ লেখকের লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব পাঠকের কাছে সিনেমাটির বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা। সিনেমার মূল আকর্ষণই হল বিনোদন। সেজন্য রিভিউকে গুরুগম্ভীর করে পরিবেশন করা উচিত নয় ; আকর্ষণীয় ভাবে তাকে তুলে ধরতে হয়।

রিভিউ লেখার আকর্ষণীয়তাকে বজায় রেখেই রিভিউ-এ সিনেমার বহুমাত্রিক বিষয়কে সঠিক বিন্যাসে সাজাতে হয়। সংশ্লিষ্ট সিনেমার গল্প, অভিনয়, মিউজিক, গান, ক্যামেরার কাজ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। এরই সঙ্গে থাকে অন্যান্য দেশি-বিদেশি সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটির তুলনামূলক আলোচনা। নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রীর অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি, বা অভিনয়কলার ইতিবাচক দিকটি রিভিউ লেখক তুলে ধরেন আকর্ষণীয় ভাবে। এমনকি সিনেমা হলের শ্রোতা-দর্শকদের প্রতিক্রিয়া, হলগুলিতে শ্রোতা-দর্শকদের ভিড় ইত্যাদি তুলে ধরে রিভিউ লেখক সিনেমাটির সাফল্যের আগাম ধারণা তুলে ধরতে চান।

৪.৬.৪ সমালোচনা করার নিয়ম

সিনেমা রিভিউ-এ পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে সিনেমা জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা

প্রয়োজন। সিনেমা রিভিউ বহুমাত্রিক কাজ, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সিনেমা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানা জরুরী। সিনেমা রিভিউ-এর প্রধান শর্তই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটি খুঁটিয়ে দেখা। দেখতে দেখতেই সিনেমাটির রিভিউ কি হতে পারে সে ব্যাপারে একটা খসড়া কল্পনা করে নিলে ভাল হয়। সিনেমাটির দেখার পর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি লিখে নেওয়া দরকার। এতে রিভিউ লিখতে সুবিধা হয়।

এতো গেল একটা দিক। রিভিউ করতে গেলে সিনেমা রিভিউ এবং সিনেমা-সংক্রান্ত পত্রিপত্রিকা, ম্যাগাজিনগুলি পড়া দরকার। আজকাল বহু ভারতীয় সিনেমা বিদেশি সিনেমার ধাঁচে, পশ্চিমী লেখকদের গল্প, উপন্যাস অবলম্বনেও নির্মিত হচ্ছে। ফলে পশ্চিমী সিনেমা ও সেসব দেশের গল্প, উপন্যাস লেখকদের লেখা-পত্র সম্পর্কে জানা থাকাটাও দরকার। আর এসব তথ্য আদতে রিভিউ লেখককে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত তথ্য রিভিউ-এর বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে। পাঠকও পেয়ে যান নানা প্রকার অজানা তথ্য।

- **শিরোনামে লেখা ঃ** প্রতিটি সিনেমা রিভিউ প্রতিবেদনের একটা উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। ফিল্ম সমালোচনার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শিরোনাম লিখতে হয়। রিভিউ-এর মূল্যায়নটি প্রতিফলিত হয় এই শিরোনামের মধ্যে। কিন্তু দেখতে হবে শিরোনাম যেন পাঠককে টেনে নিয়ে যায় পুরো রিভিউটি পড়ার দিকে।

- **নির্দেশিকা ও ছবি ঃ** সিনেমার নাম, প্রধান প্রধান চরিত্রাভিনেতাদের নাম তুলে ধরা হয় এই নির্দেশিকায়। সিনেমাটিতে ওই ব্যক্তিরা কে কেমন অভিনয় করেছেন তা জানতে শ্রোতা-দর্শকের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে। রিভিউ পড়ে অনেকেই সংশ্লিষ্ট ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তোলে সিংশ্লিষ্ট সিনেমার ছবি। সিনেমার কোন বিশেষ মুহূর্তের ছবি এক্ষেত্রে উপযুক্ত। হিন্দী 'লগান' ছবির দলবদ্ধ অভিনেতার ছবির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ছবিটি 'লগান' সিনেমার লোগোতে পরিণত হয়েছিল।

৪.৬.৫ জনপ্রিয়তার কারণ

গড়পরতা বেশিরভাগ মানুষের বিনোদনের উৎস সিনেমা। সিনেমা-সংক্রান্ত গান, মিউজিকে ইত্যাদির রমরমার দিকে নজর ফেললেই আন্দাজ করা যায় সিনেমার জনপ্রিয়তা ঠিক কোথায়। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ সিনেমা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। সিনেমা রিভিউ এই অভাব পূরণ করতে চায়।

সিনেমার দর্শক শ্রোতা রিভিউ পড়ে তার ভাল-লাগা না-লাগার দিকটিতেও মিলিয়ে নিতে চান। আবার অনেকে রিভিউ পড়ে ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

সিনেমা পরিচালক তার ছবির সাফল্য সম্পর্কে আগাম ধারণা করে নিতে পারেন। সিনেমার ত্রুটি-বিচ্যুতিও রিভিউ লেখক তুলে ধরেন। ফলে পরিচালক সেই সব ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারেন। নবাগত নায়ক-নায়িকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আলোচনা করেন রিভিউ লেখক। অন্যান্য পরিচালক তাদের ছবিতে অভিনয় করানোর বিষয়টি ভাবতে শুরু করেন। অর্থাৎ সিনেমা রিভিউ অন্য পরিচালকদের ভাবনার সূত্র জুগিয়ে দেয়।

৪.৭ নাট্য সমালোচনা

সংগীত, মিউজিকের মতো নাটকের বিশেষ আবেদন আছে সাধারণ মানুষের কাছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে তো বটেই এমনকি আমাদের দেশেও নাটকের একটা ইতিহাস আছে। আছে নাট্যধারার উত্থান-পতন। অর্থাৎ আমাদের কাছে নাটকের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাবে গড়ে উঠেছে। ফলে শুধুমাত্র নাটক-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও নাট্য-সংক্রান্ত আলোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করছে।

৪.৭.১ নাটক সমালোচনা কী

নাটক সামালোচনা বলতে নাট্য ঘটনাকে হুবহু বর্ণনা করা বোঝায় না। নাটকের মূল ভাবনা বা বক্তব্য, প্রধান চরিত্র ও তার প্রকাশভঙ্গির টানাপোড়েন, নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি নিয়েই নাট্যসমালোচনার বিন্যাস গড়ে ওঠে। সংবাদপত্রে বরাদ্দ পাতায় রিভিউকে যথার্থ ভাবে তুলে ধরতে হয়।

৪.৭.২ সমালোচনা করার নিয়ম

প্রতিটি বিনোদন মাধ্যমের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা জানি আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের সূচনা ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরেই। সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নাট্যসাহিত্য প্রবাহিত হয়েছে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। রিভিউ লেখককে এই উত্থান-পতন তথা নাট্য-ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়।

আজকের দিনে নাট্য-সংক্রান্ত বহু পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুল খুটিয়ে পড়া দরকার। রিভিউ লেখককে তাঁর লেখার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে আহরণ করে নিতে হয়। ফলে নাট্য-সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনার অভ্যাস না থাকলে একাজ সহজ নয়।

এই অভ্যাসের পাশাপাশি নিয়মিত নাটক দেখাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমালোচক একজন সাধারণ দর্শক-শ্রোতা নন, তার দৃষ্টি থাকে অনেক গভীরে। যে নাটকটির রিভিউ লেখা হবে সেই নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য, নাট্যচরিত্র, নাটকে ভাবনা, পরিচালকের প্রায়োগিক দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক নজর থাকা দরকার।

নাটকের প্রেক্ষাপট, নাট্যকলার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন আঙ্গিক যথাযথভাবে অনুধাবন করা জরুরী। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে বহু নাটকের প্রেক্ষাপট, ঘটনা গড়ে উঠেছে ইতিহাসকে ঘিরে। কখনো বা নাটকে উঠে এসেছে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা বা বৃত্তান্ত। লোকসংস্কৃতির নানা দিক নাটকে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলি থেকে অন্ধকারে থেকে সার্থক রিভিউ সম্ভব নয়। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস রাখতে হয় রিভিউ লেখককে।

৪.৭.৩ সমালোচনা লেখার কৌশল

নাটক দেখার পরে পরেই রিভিউ-এর চূড়ান্ত লেখায় হাত না দেওয়াই ভাল। লেখার পূর্বে বিষয়টি আত্মস্থ করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মূল ঘটনা, চরিত্রগুলি সম্পর্কে একটা খসড়াপত্র অর্থাৎ রিভিউ-এর বিন্যাসটি সাজিয়ে নিলে ভাল হয়।

নাট্যগোষ্ঠীর নাম, নাটকের নাম, মূলচরিত্র ইত্যাদি তথ্যকে গোড়াতেই তুলে ধরতে হয়। মূলচরিত্রকে সামনে রেখে নাট্যঘটনা কি ভাবে পড়তে পড়তে এগিয়ে গেল তা আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। কিন্তু প্রসঙ্গগুলি এমনভাবে উপস্থাপন ও শেষ করতে হয় যাতে পাঠক রিভিউ পড়েন এবং নাটকটি দেখার কৌতূহল বোধ করেন।

নাট্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করার পাশাপাশি রিভিউ লেখক তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। এই মতামত কখনো স্পষ্ট, কখনো বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে।

৪.৮ প্রদর্শনী সমালোচনা

বুক রিভিউ, সিনেমা রিভিউ-এর মতো প্রদর্শনী রিভিউ আজকের সাংবাদিকতায় বিশেষ জনপ্রিয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র, তা ইংরেজিই হোক আর বাংলা, নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট পাতায় নিয়মিত প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতি শনিবার বুক রিভিউ প্রকাশ [পুস্তক পরিচয়] করার সাথে সাথে প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে।

৪.৮.১ সমালোচনাকারী

প্রদর্শনীর বিষয়, ধরন অনুযায়ী দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে প্রদর্শনী রিভিউ করান হয়। আজকের দিনে প্রদর্শনীর বিষয়গত বৈচিত্র্য বেড়েছে। চিত্রকলায় রঙ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বিষয়-সংক্রান্ত প্রদর্শনী রিভিউ করা শক্ত। আবার ভাস্কর্য ও উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে রিভিউ করা সহজ হয়।

৪.৮.২ প্রদর্শনী সমালোচনা লেখার নিয়ম

এই রিভিউ-এ গোড়াতেই প্রদর্শনীর বিষয়, প্রদর্শনীটি কোথায় চলছে তুলে ধরতে হয়। এরপর রিভিউ লেখকের দায়িত্ব প্রদর্শনীকারের বা কারদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয় পর্বে প্রদর্শনীকারের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সংক্ষেপে কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। শিল্পীর জন্ম, শিল্পীর জীবন এবং প্রয়োজন শিল্পীর পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচয়সূত্র গড়ে তোলেন রিভিউ লেখক।

এইভাবে রিভিউ লেখক শিল্পীর শিল্পে বা প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুতে পাঠককে টেনে আনেন। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মারফত শিল্পীর বা প্রদর্শনীকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেন। দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা, সমকালীন প্রেক্ষিতে সেই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গেও রিভিউ লেখক তাঁর মতামত তুলে ধরেন।

৪.৮.৩ চিত্রকলা ও রং প্রসঙ্গ

চিত্রকলায় নানা রঙের ব্যবহার, রঙের মাত্রাগত প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। কেননা রঙের এই ব্যবহার বিশেষ অর্থবাহী। উষ্ণ ও উজ্জ্বল বর্ণের সংঘাত বিশেষ এক নান্দনিক পরিমণ্ডল রচনা করে। আবার শিল্পী প্রশান্ত রায় (১৯০৮-১৯৭৩) জলরঙেই কাজ করতেন। কালো কালি দিয়ে কালো ও সাদার মধ্যবর্তী অজস্র সূক্ষ্ম স্তরগুলি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মুন্সিয়ানা ছিল অতুলনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে

চিত্রকলা-সংক্রান্ত কোন প্রদর্শনী রিভিউ করতে গেলে রঙ সম্পর্কে ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে চিত্রকলা রিভিউ করা অসম্ভব।

৪.৮.৪ শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

প্রদর্শনী রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয়ের দিক থেকে সামঞ্জস্য রেখে একটি শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়। সাধারণ পাঠক যাতে রিভিউটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেজন্য প্রদর্শনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবি রিভিউ প্রকাশের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়, নিচে দিতে হয় শিল্পীর নাম।

৪.৯ সাক্ষাৎকার গ্রহণ

সাক্ষাৎকার মারফত সাক্ষাৎদাতার নিজস্ব বাক্যে, তথ্যে কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে মতামত, কারণ তুলে ধরা হয়। চলতি কোন ঘটনাকে ঘিরে সাক্ষাৎদাতার মতামতকে সামনে রেখে অন্যান্য পাঠক, শ্রোতা-দর্শকরা তাদের মতামত সম্পর্কে একটা সমীকরণ টানতে পারেন।

৪.৯.১ সাক্ষাৎকার কী

কোনও ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি উপায় সাক্ষাৎকার। প্রতিবেদনকে জীবন্ত, মানবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য একটি ঘটনা, কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে ঘিরে তার আশপাশের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রিপোর্টকে সার্বিক অর্থে সুন্দর ও তথ্যবহুল করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রিপোর্টার বা ঘটনা অনুসন্ধানকারীর এই যে আলাপ-আলোচনা এটাই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার সাংবাদিকতার একটি বিশিষ্ট দিক।

৪.৯.২ সাক্ষাৎকারের ধরন

উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, প্রশ্নোত্তরশৈলী, বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর সাক্ষাৎকারের ধরন নির্ভর করে। সাক্ষাৎকারগুলি হল—

(ক) সংবাদ সাক্ষাৎকার ঃ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে কিংবা খুব শিগ্‌গির ঘটতে যাচ্ছে এমন কোনও ঘটনার সবাদকে কেন্দ্র করে যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়— সেটাই সংবাদ সাক্ষাৎকার। মূলত সাম্প্রতিক কোনও সংবাদের বিষয়বস্তুর ওপর কর্তৃপক্ষের মতামত সংগ্রহ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদানকারী যা বলেন সেটাই হল বিষয়। যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি সংবাদসূত্র মাত্র।

রাজনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অপরাধ, আবিষ্কার, খেলাধূলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি যে কোনও বিষয়ে সংবাদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার ঃ এ ধরনের সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিই প্রধান। এর মাধ্যমে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে যে দিকগুলি পাঠকের মনে কৌতূহল বা জানার ইচ্ছেকে প্রভাবিত করে সাংবাদিক সেই সেই দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে সাংবাদিকের সৃজনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(গ) সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার ঃ এক্ষেত্রে কোনও একটা বিষয়ের ওপর একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সকলের মতামত থেকে একটি মূল সুর বেরিয়ে আসে। সাংবাদিক সেই মূল বক্তব্যই তুলে ধরেন পাঠকের কাছে।

(ঘ) দলগত সাক্ষাৎকার ঃ একে সংবাদ সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়, বরং কোনও বিশেষ দল কিংবা গোষ্ঠীর একদল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। যেমন— পাটকল-ধর্মঘট প্রতিবেদন করতে গেলে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে মালিক পর্যন্ত সকলেরই মতামত শুনতে হয়। এখানে সবার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ভারসাম্যমূলক সংবাদ প্রকাশে এ ধরনের সাক্ষাৎকার সহায়ক।

৪.৯.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি

সাক্ষাৎকার গ্রহণে পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতি ছাড়া সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া ঠিক নয়। তবে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি কী হবে তা নির্ভর করে বিষয়ের প্রকৃতির ওপর।

কোনও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে যাবার আগে সাক্ষাৎদাতার কাছে কি জানতে হবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে অসংলগ্ন প্রশ্ন করলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যেতে পারে। খুনের ঘটনায় দারোগার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্যকে সামনে রেখেই প্রশ্ননির্বাচন জরুরী। স্বাভাবিক কারণেই এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পূর্বে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নমালা তৈরি করে নিলে সুবিধা হয়।

আবার এমনও হতে পারে যে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বিষয়ের পরিবর্তন করতে হতে পারে। ধরা যাক খুনের মামলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি ওই নির্দিষ্ট খুনের ঘটনা এড়িয়ে ওই ধরনের খুনের ব্যাপারে কোনও রাষ্ট্রীয় তদন্ত বা নীতির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে বিষয় পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ-পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সাক্ষাৎদাতার মেজাজ-মর্জি সম্পর্কেও আগাম ধারণা করে নিতে হয়। অনেকেই মনে করেন সাক্ষাৎদাতার ছবি দেখলে এ ব্যাপারে আগাম ধারণা আন্দাজ করা যায়।

৪.৯.৪ সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়ম

সাক্ষাৎকার গ্রহণপর্বই সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাক্ষাৎকার-প্রদানকারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রথম কাজ হল যথাসময়ে, যথাস্থলে উপস্থিত থাকা এবং দেখা করা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার শুরুতে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া তৈরির দিকে নজর দিতে হয়। আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই মূল প্রশ্নের দিকে এগোতে হয়। আলোচনাচক্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এরপর প্রয়োজন সাক্ষাৎকারের গভীরে প্রবেশ করা। কিছু কিছু প্রশ্নে সাক্ষাৎকার-প্রদানকারী এতে বিব্রত ও অস্বস্তিবোধ করলে তা মোকাবিল করার কৌশলও ঠিক রাখতে হবে। এরপরই সাক্ষাৎকারীকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এরজন্য আবার হাল্‌কা কথাবার্তায় ফিরে আসতে হবে।

● **বক্তব্য লেখা ঃ** সাক্ষাৎকারদানকারী যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন তা হুবহু টুকে নিতে হবে। নোটবুকে লেখার আগে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাত্কারদানকারী যে কথা বলবেন তা যদি ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ করা না হয় তবে রিপোর্ট লেখার সময় অসুবিধা হবে। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আরও অসুবিধা হতে পারে। রিপোর্টার বিপদে পড়তে পারেন।

● **রেকর্ড করা ঃ** নোট নেবার সময় অসুবিধা দেখা দিলে টেপরেকর্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা যাবে কি না সে ব্যাপারে অনুমতি নিতে হব। অনেকে টেপরেকর্ডিং পছন্দ করেন না। ব্যাপারটি আগেই জানার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিস্তৃত নোট নেবার চেষ্টা করতে হব। সাক্ষাৎকারের পর কেউ কেউ আবার চূড়ান্তভাবে কী ছাপা হবে তা দেখতে চান। রিপোর্টার যদি মনে করেন তা দেখালে ক্ষতির কারণ নেই তবে তা দেখাতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য লুকিয়ে টেপরেকর্ডিং করা উচিত নয়। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় নোটবুক এবং স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করা জরুরী।

অনেক সময় আবার সাক্ষাৎকারদানকারী ব্যক্তি কথা বলার সময় বলতে পারেন 'অফ দি রেকর্ড' যার অর্থ এখন যা বলছি তা ব্যবহার করা যাবে না। 'অফ দি রেকর্ড' বলার সঙ্গে সঙ্গে টেপরেকর্ডিং বা নোট নেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। 'অফ দি রেকর্ড'-এর অন্তর্গত কথাবার্তা প্রতিবেদনে ব্যবহার করা উচিত নয়। এমন কোন কথা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয় যা সাক্ষাৎকার দানকারীর ক্ষতি করে। সে কারণে 'অফ দি রেকর্ড'-এর বিষয়টি স্মরণে রাখা উচিত।

● **প্রশ্ন করার কৌশল ঃ** সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার আগে কিছু প্রশ্ন তৈরি করা জরুরী। তবে এসব প্রশ্নের কোনটি আগে-পরে করতে হবে তা নির্ধারণ করা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনও স্পর্শকাতর প্রশ্ন দিয় সাক্ষাৎকার শুরু করলে সাক্ষাৎকারের আসল উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। একারণে হালকা প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করা বাঞ্ছনীয়। সেনসেটিভ এবং কঠিন প্রশ্নগুলি শেষের দিক তুলে ধরা উচিত। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বড় প্রশ্ন করা অনুচিত এবং প্রশ্নে নিজের মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়।

● **সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ঃ** সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান বা পরিবেশ কী হবে তা নির্ভর করে সাক্ষাৎকারের বিষয় ও ব্যক্তিত্বের ওপর। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের স্থান যেমন কোন রেলস্টেশন হতে পারে না তেমনি একজন আদিবাসীর সাক্ষাৎকারের স্থান পাঁচতারা হোটেলের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ হলে বেমানান লাগে। সাক্ষাৎকারের পরিবেশ যথাযথ ও অনুকূল না হলে আলাপচারিতায় ছেদ পড়তে পারে এবং তার আসল বৈশিষ্ট্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

৪.৯.৫ লেখন শৈলী

সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার স্টাইল প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্টাইল। সে ব্যাপারে লেখকের নিজস্বতা থাকতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎকার নেবার পর যা জরুরী সেটি হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাক্ষাৎকার লিখে ফেলা। এতে তথ্য হারিয়ে যাবার ভয় কম থাকে। সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন লেখার পরও কিছু কাজ বাকি থাকে। তা হল প্রয়োজন বোধে প্রতিবেদন সাক্ষাৎকার-দানকারীকে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় কাটছাঁট বা সংযোজন-

বিয়োজন করে নেওয়া যেতে পারে। তবে সাক্ষাৎকার-দানকারী ব্যক্তি প্রতিবেদন ছাপা হবার আগে তা দেখতে চাইলেও সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী তা দেখাতে বাধ্য নন। কীভাবে লিখবেন ও ছাপবেন সে স্বাধীনতা তার আছে। অবশ্য তথ্য বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন হতেই হয়।

সাক্ষাৎকার আধুনিক সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রতিটি গণমাধ্যমই এই বিষয়টির ওপর বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছে। টিভি চ্যানেলগুলিতে সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠানের রমরমা। সাক্ষাৎকার এতটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে তা পৃথক পেশাদারিত্বের দাবি রাখে।

৪.১০ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ পরিচালনা

স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ-সংক্রান্ত ধারণা পশ্চিমী ধারণাজাত। ভারতীয় সাংবাদিকতাতেও এই বিষয়টি আজকে বিশেষ জনপ্রিয়। এ ধরনের সাংবাদিকতায় বিশেষ নজরদারির দাবি রাখে।

৪.১০.১ স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ কী

কোন সংবাদ যা কোন একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এককভাবে সংগ্রহ করে এবং তা প্রকাশ করে তাকে স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ বলে। অর্থাৎ যে সংবাদ অন্যান্য সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নাগালের বাইরে থেকে যায়, কিন্তু একটিমাত্র সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান তা প্রথম সন্ধান করে এবং তা প্রকাশ করে তাই স্কুপ এবং এক্সক্লুসিভ সংবাদ। যে কোন সংবাদপত্র এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের জন্য আগ্রহী হয়।

৪.১০.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

সম্ভাব্য সংবাদমূলক ঘটনা বা বিষয়টি জানার পর সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক গোপনে বিভিন্ন সূত্র মারফত পর্যাপ্ত তথ্য, ঘটনা সত্যতা জানার দিকে এগোতে থাকেন। বিভিন্ন তথ্য উৎসগুলির কাছে সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে যাচাই করে নেওয়া জরুরী। কোন একটা তথ্য প্রকাশিত হলে জনমানসে কি তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেই প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক হবে সে সম্পর্কে আন্দাজ করে নেওয়া দরকার।

- **সংবাদের সূত্র সম্পর্কে গোপনীয়তা ঃ** সাধারণভাবে আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে সাধারণ সংবাদগুলিতে সাংবাদিক সংবাদ উৎস বা সূত্রের উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ভর করে সংবাদসূত্র প্রকাশ করা না-করার বিষয়টি। প্রয়োজনে সংবাদসূত্র গোপন করা সাংবাদিক সুলভ আচরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

এক্সক্লুসিভ সংবাদসংগ্রহের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য উৎস বা সূত্র গোপন করা স্বাভাবিক ঘটনা। কোন সূত্র তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইলে একজন সাংবাদিকের তা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। গোপনীয়তা রক্ষা না করলে সাংবাদিক যেমন তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, তেমনি তথ্য উৎসও কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে পারেন। সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, একবার সংগ্রহে সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। ফলে সাংবাদিককে সেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়।

- **তথ্যসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ঃ** কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংগঠন থেকে এক্সক্লুসিভ তথ্য পেতে হলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে ওই সব উৎসগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক

গড়ে তুলতে হয়। এক্সক্লুসিভ ধরনের তথ্য, সংবাদ পাওয়া যাবে কিনা বা উৎসগুলি তা দেবে কিনা সেটা নির্ভর করে একজন সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। এই বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলার বিষয়টি পাঠ্যপুস্তক নির্ভর নয়, তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর।

তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, তথ্য উৎসগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে তোলা জরুরী। সাক্ষাৎ, ফোন ইত্যাদির মারফত বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। তথ্য উৎসের কাছে নিশ্চিত করে তোলা একটা আবিশ্যিক পূর্বশর্ত।

- **কিছু সতর্কতা মেনে চলা দরকার ঃ** সাধারণ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এক্সক্লুসিভ সংবাদের ক্ষেত্রেও কিছু সাধারণ সতর্কতা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। যেমন—

(ক) তথ্যগত বিচ্যুতি পরিপূর্ণভাবে যাচাই করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তথ্যগত ভুলত্রুটি নানাপ্রকার বিপদ ডেকে আনতে পারে।

(খ) প্রয়োজন অনুসারে বা তথ্য উৎসের মত অনুযায়ী তথ্যসূত্রের গোপনীয়তার বিষয়টিকে মেনে চলা দরকার।

(গ) মানহানি-সংক্রান্ত বিষয়টিকেও এ প্রসঙ্গে বিবেচনায় না রাখলে চলে না।

(ঘ) সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা, সত্যতা এবং ভালসাম্যমূলক সংবাদ তৈরির দিকে নজর রেখেই সংবাদ পরিবেশন করতে হয়, যা সাংবাদিকতার মৌলিক দাবিও বটে।

৪.১১ চিত্র সাংবাদিকতা

লিপি উদ্ভাবনের আগে মানুষ ছবির সাহায্যে তার কথা প্রকাশ করেছে, যোগাযোগ সাধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ছবি দিয়েই মানুষের সাংবাদিকতার শুরু। সেই প্রাচীনতম আবিষ্কার ছবির ব্যবহার আজকের সাংবাদিকতায় এক অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষ হাজারো কথা বলে একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থ নাও বোঝাতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র ছবিই সেই একটি কথার অন্তর্নিহিত অর্থকে সরলভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কিভাবে? স্বাভাবিক কারণেই চিত্রসাংবাদিকতার বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

আমরা প্রতিদিন নানারকম সংবাদপত্র পড়ে থাকি— সেটা দৈনিক, সাপ্তাহিক, সংবাদ ম্যাগাজিন যাই হোক না কেন— সেসব সংবাদপত্রে সংবাদ, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পাতার বিভিন্ন অংশ জুড়ে থাকে ছবি বা ফটোগ্রাফ। কারণ সংবাদ পরিবেশনা শুধু লিখেই হয় না। ফটোগ্রাফ বা চিত্রের মাধ্যমে যে সংবাদ পরিবেশন রীতি তাকেই বলে ফটো জার্নালিজম বা চিত্রসাংবাদিকতা।

এখানে ফটো স্বাভাবিকভাবেই স্টিল ফটোগ্রাফ বা স্থিরচিত্র। পরবর্তীকালে চিত্রপরিবেশনায় যখন গত সঞ্চার করা সম্ভব হল এবং যখন এই গতিশীল মাধ্যমকে বেতারের সাহায্যে ঘরে ঘরে পৌঁছানো সম্ভব হল তখন তার একটি স্বতন্ত্র গণমাধ্যমের জন্ম হল, যা টেলিভিশন নামে পরিচিত। টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনাই হল টেলিভিশন সাংবাদিকত। ফটো জার্নালিজমের আলোচনা আমরা অবশ্য স্থিরচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

৪.১১.১ চিত্রসাংবাদিকতার অর্থ

ইংরাজি ফটোগ্রাফি (Photography) শব্দটি এসেছে গ্রীকশব্দ 'ফটোস' (photos) এবং 'গ্রাফোস' (graphos) থেকে। 'ফটোস' শব্দের অর্থ আলো। 'গ্রাফোস' মানে লেখা। দুটো মিলিয়ে হল 'আলো দিয়ে লেখা'।

চিত্রসাংবাদিকতায় ফটো লিখিত সংবাদ প্রতিদিনের পার্শ্ববর্তী শোভা হবে না, তা হবে স্বতন্ত্র একটি সংবাদ প্রতিবেদন। সে কারণে আধুনিক ধারণায় সংবাদচিত্রী বা News Photographer একজন সাংবাদিক হিসেবেই বিবেচিত হন। যেহেতু অন্যান্য সাংবাদিকের মতই তার কাজ সংবাদ নিয়েই। তিনি সংবাদ খোঁজেন, সংবাদ পরিবেশন করেন। শুধু কলমের বদলে তাঁর হাতিয়ার ক্যামেরা। সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে পাঠক ছবি শুধু দেখেন না, তিনি ফটো পড়েন।

৪.১১.২ চিত্রসাংবাদিকতায় ফটো

চিত্রসাংবাদিকতা প্রথম শুরু হয় জার্মানীতে। সাংবাদিকতায় ফটোর ব্যবহার শুরু হয়েছে ফটোগ্রাফির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে। কারণ, ফটোগ্রাফ হলেই তা সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ব্যবহার করা যায় না। তার জন্য চাই মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশ।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮১৩ সালে দুজন ফরাসী জোসেফ এন নিপসে এবং লুই জ্যাক মান্তে দাগরে সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফির সূত্রপাত করেন। এঁরাই ধাতব পাতের ওপর দৃশ্যের ছবি তোলার পদ্ধতি বার করেন। ১৮৩৯ সালে ইউলিয়াম এইচ এফ ট্যালিকট সিলভার ক্লোরাইডের প্রলেপ দেওয়া কাগজের ওপর ফটোগ্রাফ তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮৪০ সালে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জন ডব্লিউ ড্রেপার সর্বপ্রথম মানুষের মুখের ছবি পুনর্নির্মাণ করেন। এতে এক্সপোজারের সময় লেগেছিল পাঁচ মিনিট। ১৮৫১ সালে শুরু হয় কলোডিয়ানযুক্ত ভিজে প্লেটের ব্যবহার। কলোডিয়ান হল ইয়ার ও গলিকটলের দ্রবণ। এই ভিজে প্লেটের সাহায্যে ম্যাথু ব্রাডি নামে একজন ফটোগ্রাফার আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ফটো তুলেছিলেন। প্রথম চিত্রসাংবাদিক বলা হয় ব্র্যাডিকেই।

১৮৭০-র দশকে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৮৮৯ সালে জর্জ ইস্টম্যান একটি কোম্পানী খোলেন। ইস্টম্যানই প্রথম স্বচ্ছ ফিল্মের ব্যবহার শুরু করেন। এর ফলে আর ভারি কাচের প্লেট লাগতো না। ক্যামেরা অনেক হাল্কা হয়ে যায়।

১৮৯৭ সালে আমেরিকায় এম এইচ হুগান প্রথম হাফটোন স্টিরিওটাইপ তৈরি করেন খবরের কাগজে ব্যবহারের জন্য। হাফটোনের প্রথম ছবি নিউনিয়র্ক ট্রিবিউন-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ২১শে জানুয়ারি।

১৯১২ সালে চালু হয় স্পীড গ্রাফিক প্রেস ক্যামেরা। এর এক দশকের মধ্যেই আসে জার্মান লাইকা ও রলিফ্লেক্স ক্যামেরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা চিত্রসাংবাদিকতাকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছিল তার পিছনে এই প্রযুক্তিগত ক্রমোন্নতিই ছিল প্রধান সহায়।

ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে রঙীন ফটো তোলা সম্ভব হয় ১৯৩৫ সাল থেকে।

অবশ্য চিত্রসাংবাদিকতা শুধু ক্যামেরা বা ফিল্মের উন্নতির ওপরই নির্ভর করে না। মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশের ওপরও তা নির্ভর করছে। কারণ ফটো হলেই হল না, তা কাগজে ছাপতে হবে। রোটারি প্রেসের

আবিষ্কার ফটোর ব্যবহারকে সুবিধাজনক করে দিয়েছিল। অফসেট আরও সুবিধা করে দেয়। এখন মাল্টিমিডিয়ার যুগে কাজের আরও সুবিধা।

এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, চিত্রসাংবাদিকতার বিকাশের জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফটো পাঠানোর পদ্ধতির বিকাশের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দ্রুততা সংবাদপত্রকে সাহায্য করে ফটোগ্রাফের সংবাদমূল্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে। বিশশতকের গোড়া থেকে তার মারফৎ ফটো পাঠানো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। বিশ্বে প্রথম তার মারফৎ ফটোগ্রাফ (wire photograph) পাঠানো সম্ভব হয় আমেরিকায় ১৯২৪ সালে।

এখন তো ফ্যাক্সের সাহায্যে বিশ্বের যে কোন জায়গার রঙীন ছবি পর্যন্ত লেনদেন করা যায়। এছাড়া কম্পিউটার সংযোগ মারফৎ ই-মেলের সাহায্যেও ফটো লেনদেন এখন বাংলা সংবাদপত্রেও চালু।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, টেলিভিশন চালু হবার পর টিভিও সূত্র বা Source হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খবরের কাগজের অফিসে বসে টিভির পর্দায় ভাসমান ছবি তুলে নিয়ে তা কাগজে ছাপা হচ্ছে।

ফটো লেনদেনে প্রযুক্তিগত বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ সংস্থাগুলিও ফটো সার্ভিস শুরু করেছে। যেমন-— কলকাতায় 'ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ'। এখন সংবাদ সংস্থাও টেলিপ্রিন্টারে সংবাদের লিখিত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে ফটোও যোগান দিচ্ছে। বিশ্ব সংবাদ সংস্থা হিসেবে প্রথম ফটো সার্ভিস শুরু করে ১ জানুয়ারি ১৯৩৫ সালে আমেরিকার 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এ.পি)। ভারতে সংবাদ সংস্থা ইউ এন আই প্রথম ফটো সার্ভিস দিতে শুরু করে ১৯৮৬ সালে। সংবাদ সংস্থা পি টি আই ফটো সার্ভিস শুরু কর ১৯৮৭ সালে। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে সংবাদপত্রে ফটোর কদর বেড়েছে।

৪.১১.৩ চিত্রসাংবাদিকতার গুরুত্ব

সংবাদপত্রে চিত্রসাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদ পরিবেশন এবং কাগজকে পাঠকদের কাছে দর্শনধারী করে তুলতে ফটোগ্রাফের সঠিক ব্যবহার অবিশ্বাস্য ফল দিতে পারে।

সংবাদপত্রে ফটোগ্রাফ ছাপা হয় নানা ভাবে। কখনও সংবাদের সহযোগী হিসেবে। যেমন ধরা যাক ব্রিগেডে বামফ্রন্টের সমাবেশের প্রতিবেদনের লিখিত বিবরণের সঙ্গে সমাবেশে ভাষণরত জ্যোতি বসুর ছবি। কখনও বা স্বতন্ত্রভাবে একটি ফটোগ্রাফ প্রতিবেদনের কাজ করে। এখানে ফটোগ্রাফের সঙ্গে কোন লিখিত প্রতিবেদন থাকে না। ফটোগ্রাফ ছাপা হয় ফিচারের সঙ্গে, চিঠিপত্রের সঙ্গে, এমনকি রিভিউ-এর সঙ্গে। এছাড়া রয়েছে ফটো-ফিচার। যেমন, কলকাতায় বন্‌ধ পালিত হয়েছে। পরের দিন একপাতা বা আধপাতা জুড়ে একাধিক ছবি— শুনশান হাওড়া ব্রিজ, চৌরঙ্গীর ফাঁকা রাস্তায় ক্রিকেট লড়াই, অথবা হাওড়ার জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা স্তব্ধ লঞ্চের সারির ফটো। একে বলে ফটো-ফিচার।

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় সংবাদপত্র ফটোগ্রাফের ব্যবহার সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিল না। যে ফটো ব্যবহার করা হত তাও ছিল গৌণ বিষয়। কিন্তু এখন অবস্থা সে রকম নয়। ইংরেজি তো বটেই ভারতীয় ভাষার কাগজগুলিও এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সংবাদচিত্রকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ছাপার ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থার ব্যবহার চিত্রসাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করেছে। ফটোগ্রাফ-সংক্রান্ত পৃথক বিভাগই থাকছে কাগজগুলিতে। ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে সাংবাদিকতায় ফটোগ্রাফ অব্যর্থ উপাদান হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ফটোর গুরুত্বের পিছনে নানা কারণও উল্লেখ করা যায়—

(১) চীনা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যার বাংলা অর্থ— একটি ফটো হাজার শব্দের সমতুল। ফটোর সাহায্যে কোন বিষয় বা ঘটনার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটির পরিচয় দেওয়া সম্ভব। দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়া বিমানের ফটো থাকলে পাঠকের কাছে যা প্রতিক্রিয়া হয় তা ভাষায় বর্ণনা দিয়ে লাভ করা অসম্ভব।

(২) ফটো সহজবোধ্যভাবে কোন বিষয়কে পরিবেশন করতে পারে। সাধারণ পাঠকের এতে সুবিধা হয়।

(৩) ফটোর বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। কোন বিষয় লিখে বলা এক, ফটো থাকলে মানুষ চোখেও তা দেখে নিতে পারেন। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।

(৪) ফটোর আবেদন সবার কাছে। নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত পাঠকের পক্ষে ফটো অনুধাবন যোগ্য। এই সার্বজনীন আবেদন উল্লেখযোগ্য।

(৫) ফটো পাঠককে রিলিফ দেয়। কাগজের পাতাভর্তি অক্ষর বিন্যাস পাঠকের মধ্যে একঘেয়েমি আনতে পারে। মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি পাঠককে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

(৬) ফটোগ্রাফ কাগজকে আকর্ষণীয় করে। আজকের দিনে পাঠক চান দৃশ্যরূপ। পৃষ্ঠাসজ্জার সময় তাই ফটোর সঠিক বিন্যাস পাঠকমহলে কাগজকে জনপ্রিয় করে। অনেকে মনে করেন, টেলিভিশনের যুগে দৃশ্যময়তার প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বেড়েছে। মানুষ এখন দেখতে চান বেশি। সে কারণে সংবাদপত্রও আজকাল ফটোগ্রাফ ব্যবহারের দিকে বেশি ঝুঁকছে।

৪.১১.৪ সংবাদচিত্র

সাংবাদিকতার অঙ্গ হিসেবে চিত্র বা ফটোর ব্যবহারে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কোন ফটোই সংবাদপত্রে ছাপার জন্য বিবেচিত হয় না। ছাপার জন্য দরকার সংবাদ উপাদান সমৃদ্ধ সংবাদচিত্র বা News photo। এমনি সাধারণ ফটোর সঙ্গে সংবাদচিত্রের এখানেই পার্থক্য। চিত্রসাংবাদিকতায় ছবি তোলা থেকে শুরু করে সম্পাদনা এবং তা ছাপা হয় সংবাদকে বিবেচনায় রেখে।

আর সংবাদ মানে যেহেতু সক্রিয়তা (activity), তাই সংবাদচিত্রের থাকবে অ্যাকশন। একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়—"Every news picture must tell a story at a glance. The best pictures show life happening. They show suspended animation."

● **ভাল সংবাদচিত্র কী ঃ** সংবাদচিত্রের গুণাগুণ বিচার করেই তা ছাপার জন্য বিবেচিত হয়। ছাপার জন্য সংবাদচিত্র নির্বাচন করতে গেলে সাধারণত দুটি দিকের ওপর নজর দিতে হয়— (১) টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ, (২) সম্পাদকীয় মূল্য।

● **টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ ঃ** টেকনিক্যাল বা কারিগরি উৎকর্ষ বলতে বোঝায় ফটোর প্রিন্টের মান, ফটোর সাইজ বা আকার। প্রিন্টের মান বলতে বোঝায়, ফটোগ্রাফকে কাগজে ছাপার পর তার মান কী হবে এটা বুঝতে হয়। অনেক সময় ছাপার পর দেখা যায় ফটো হয় খুব হালকা হয়ে গেছে, নয়তো কালো হয়ে গেছে। এটা মূল ফটোর কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ছবি 'ম্যাটপেপারের' বদলে গ্লসী পেপারে ছাপা হলেই ভাল হয়।

• **সম্পাদকীয়মূল্য ঃ** সম্পাদকীয় মূল্যের অর্থ হল ফটোর সংবাদমূল্য। ছবিটির আবেদন ইত্যাদি বিষয়। এক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হল ছবিটি পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে কিনা, দ্বিতীয়ত, ছবিটি প্রভাব ফেলতে পারে কিনা, তৃতীয়ত, ছবিটি পাঠককে তৃপ্তি দেবে কিনা।

উল্লেখ্য, ভালো ফটো লিখিত সংবাদ প্রতিবেদনকে একটা দৃশ্যময় মাত্রা (visual dimension) দেয়। সংবদচিত্র সংবাদপত্র পাঠকের দ্রুততায় সাহায্যকরে পাঠককে।

৪.১১.৫ সংবাদচিত্র সম্পাদনা

সংবাদপত্রের মতো সংবাদচিত্রেরও সম্পাদনা করা প্রয়োজন। এই সম্পাদনার উদ্দেশ্য হল ফটোগ্রাফের সঠিক, প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক সংবাদমূল্যকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ জন্যই সংবাদচিত্র কোন সাইজে যাবে তা দেখতে হয়। সংবাদের গুরুত্ব কেমন তার ওপরই নির্ভর করে ফটোটি এক কলমে যাবে না পাঁচ কলমে যাবে।

ছবির আকার (Shape) কী হবে তাও ঠিক করত হয় সম্পাদনায় সময়। এমনিতে ফটো বর্গাকারে ছাপার চলেনই। কারণ এ ধরনের ফটো নিষ্প্রাণ লাগে। ফটো সাধারণভাবে আয়তাকারে ছাপা হয়। কিন্তু আকার বলতে ছবিটি চওড়া করে না লম্বা করে ছাপা হবে তাও বোঝায়। যেমন কোন পঁচিশ তলা বাড়ির মাথায় আগুন লাগলে যদি দুকলমে চওড়ায় লম্বা করে বসালে যেমন লাগবে, পাঁচকলমে কিন্তু ততটা খুলবে না। সম্পাদনা যিনি করছেন তাকে এটা বুঝতে হবে।

সম্পাদনার কারণেই অনেক সময় ফটোকে কাটছাঁট করতে হয়। পরিভাষায় একে বলে ক্রপিং (cropping)। ফটোগ্রাফের মধ্যে সংবাদ মূল্যের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়াই হল ক্রপিং।

৪.১১.৬ ক্যাপশন ও সূত্র

ক্যাপশন হল ফটোর বিষয় সম্পর্কে পরিচয়জ্ঞাপক লিখিত বিবরণ। সাধারণত দুই থেকে তিনটি বাক্যে তা লেখা হয়।

ক্যাপশন লেখার প্রাথমিক দায়িত্ব ফটোগ্রাফারেরই। তবে অনেক সময়ই তা পরিমার্জনের দায়িত্ব থাকে সাব-এডিটর অথবা চিফ সাব-এডিটরের ওপর।

যে কোন রকমভাবে ফটোর বিষয়বস্তু লিখে দিলেই ক্যাপশন লেখা হয় না। যেমন ধরা যাক, প্রথম পাতায় বাঁদিকে লিড ছাপা হয়েছে ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জনসভার খবর। খবরের ডান দিকে ধরা যাক তিনকলম জুড়ে ব্রিগেডে ভাষণরত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবি ছাপা হবে। এই ফটোর ক্যাপশনে 'ভট্টাচার্য ভাষণ দিচ্ছেন' লেখার দরকার নেই। কারণ তা অতি স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে। বরং লেখা যেতে পারে 'বুধবার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে'। ক্যাপশনে কোথায় এবং কবে ছবি তোলা হয়েছে তার উল্লেখ থাকা ভাল। এবং প্রয়োজন বুঝে অবশ্যই কার বা কী ঘটনার ছবি তা বলে দিতে হবে। বাংলা কাগজের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ হয়তো দরকার নেই, কিন্তু ওড়িশার কি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ফটো হলে দরকার আছে।

এছাড়া ক্যাপশন পরিস্থিতি অনুযায়ী লিখতে হয়। সেদিক থেকে ক্যাপশনকে আমরা তিনটি ধরনে ভাগ করতে পারি—

(১) যখন ফটো ও লিখিত প্রতিবেদন পাশাপাশি ছাপা হবে তখন ক্যাপশন হবে সংক্ষিপ্ত।

(২) প্রতিবেদন প্রথম পাতায় এবং ফটো প্রথম পাতায় যখন, তখন ক্যাপশন বিস্তৃততর।

(৩) লিখিত প্রতিবেদন নেই, শুধুমাত্র ফটোই ছাপা হলে, ক্যাপশনের মধ্যেই ফটোর প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা ছ-সাতটি বাক্যে বিবৃত করতে হয়।

অবশ্য সবসময়ই যে ক্যাপশন ছাপা হবে তারও দরকার নেই। যেমন ধরা যাক রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর ছবি ছাপা হয়েছে প্রথম পাতায়। সঙ্গে রাজীবের তিন কলমের মুখের ফাইল ফটো। এধরনের ফটোর নিচে নাম লেখার দরকার নেই।

ক্যাপশন প্রসঙ্গেই চলে আসে সোর্স বা ফটো-সোর্সের উল্লেখ করা। সাধারণত, ক্যাপশনের সঙ্গেই ফটোগ্রাফারের নাম উল্লেখ করা হয়, অথবা থাকে 'নিজস্ব চিত্র'। সংবাদ সংস্থার পাঠানো হলে সংবাদ সংস্থার নাম দিতে হয়।

৪.১১.৭ নৈতিকতা

সংবাদের মতো সংবাদচিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কোড অব এথিকস্ বা নীতি মেনে চলতে হয়। আজকাল কাগজের বিক্রি বাড়াতে যৌন আবেদনমূলক ফটো ছাপার প্রবণতা বেড়েছে। একাজ অনৈতিক। এছাড়া দাঙ্গা, ধর্ষণের মতো স্পর্শকাতর ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও সতর্কতা দরকার। যেমন প্রচলিত রীতি হল ধর্ষিতা মহিলার ছবি না ছাপা।

সেইসঙ্গেও সংবাদের সঙ্গে সাযুজ্যহীন ছবি ছাপাও উচিত নয়। ফটো কখনো মিথ্যা কথা বলে না একথা সত্যি। কিন্তু তা আপেক্ষিক সত্য। ফটো সত্যি বলছে কিনা নির্ভর করছে যে বা যারা তা ব্যবহার করছে তার ওপর। লেখার মতো ফটোও বিকৃত করা যায় অতি সহজে। ছবি তোলার কারসাজিতে সমাবেশের জমায়েতে কতমানুষ ছিল সে সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যায়। কারও গম্ভীর মুখের ছবি ছাপা হবে নাকি হাসি মুখের তার ওপর পাঠকদের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই নির্ভর করে। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরা নক্ করা হচ্ছে তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভরশীল। এতে ঘটনার মাত্রা বদলে দেওয়া যায়। সে জন্য সংবাদচিত্রীকেও বস্তুনিষ্ঠতার নীতি মেনে চলা উচিত।

৪.১১.৮ ফটোগ্রাফার সংবাদিক কিনা

সাংবাদিকতায় ফটোগ্রাফারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির ঘাটতি থাকলেও ১৮৫৫ সালের ওয়াকিং জার্নালিস্ট অ্যাক্ট সাংবাদিক হিসেবে সংবাদচিত্রী বা নিউজ ফটোগ্রাফারদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আইন অনুযায়ী সংবাদচিত্রীরা বেতনক্রম ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে সাব-এডিটর ও রিপোর্টারদের সমতুল্য। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের বেতনক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য গঠিত বাচওয়াত কমিটির রিপোর্টে (১৯৮৯) সংবাদচিত্রীদের দায়িত্বেরও উল্লেখ আছে স্পষ্টভাবে—"News photographer is a person who covers news events of public interest through photographs."

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রগুলিতে চিফ নিউজ ফটোগ্রাফারের পদও থাকে। যাঁর দায়িত্ব হচ্ছে নিউজ ফটোগ্রাফারদের দায়িত্ব বন্টন করা ও তাদের কাজের তদারকি করা। বাচওয়াত কমিটির রায় অনুযায়ী, চিফ

নিউজ ফটোগ্রাফার পদটি সংবাদপত্রে চিফ রিপোর্টার ও চিফ সাব-এডিটর পদের সমতুল্য। এ থেকে নিউজ ফটোগ্রাফারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। সংবাদচিত্রীদের সাংবাদিক হিসেবে সাব্যস্ত করার কারণ রিপোর্টার মতো তাঁদেরও দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদ পরিবেশন। সংবাদের সন্ধান ও সংবাদ পরিবেশনা তাঁর কাজ। সংবাদপত্রের চাহিদা অনুযায়ী সংবাদচিত্র তাঁকে যোগান দিতে হয়।

৪.১১.৯ ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের গুণাবলী

(১) সংবাদচিত্রী বা নিউজ ফটোগ্রাফার যেহেতু সাংবাদিক তাই সংবাদ অনুভূতি বা সংবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকে তাঁর প্রাথমিক গুণ। সেজন্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নীতি ও সংবাদ পরিবেশনার ধরন সম্পর্কে তাকে সজাগ ও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(২) ফটোগ্রাফার হিসেবে তাকে দক্ষ হতে হবে। ফটোগ্রাফি, ক্যামেরা, ফিল্ম, মুদ্রণরীতি এসব ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হবে স্বচ্ছ।

(৩) ক্যামেরা চালানোর দক্ষতায় একজন ভালো ফটোগ্রাফার হওয়া যায়, কিন্তু ভালো নিউজ ফটোগ্রাফার হবার জন্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এজন্য নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস থাকা প্রয়োজন।

(৪) তাকে উদ্যমী ও পরিশ্রমী হতে হবে। সংবাদ সংগ্রহের মতো, সংবাদচিত্র সংগ্রহ করাও সহজ কাজ নয়। নানা প্রতিকূলতা থাকে। সংবাদচিত্রীকে ঘটনাস্থলে থাকতেই হবে। পুলিশের লাঠিচার্জ, দাঙ্গা, বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালনা— যাই ঘটুক তাকে সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতেই হবে। এজন্য সাহস দরকার।

(৫) দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। সঠিক মুহূর্তে সঠিক দৃশ্যটাকে ক্যামেরায় বন্দী করতে হয়। স্টুডিওতে ছবি তোলার মতো গুছিয়ে আস্তে ধীরে কাজ করার সময় সংবাদচিত্রী পান না, অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। এখানে তাই দ্রুত সঠিক সংবাদ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে ফটো তোলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

(৬) সংবাদচিত্রীর মধ্যে একটি শিল্পীমন থাকতে হবে। সংবাদপত্রের ব্যস্ত গড়পড়তা পাঠকের মন ফটোর ওপর আটকে রাখতে হলে ফটোকে জীবন্ত ও অনুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। এমন কিছু যা ছবির ফ্রেম ছাপিয়ে যাবে। নোয়াখালির দাঙ্গার সময় সফররত গান্ধীজির লাঠি হাতে সাঁকো পার হবার বিখ্যাত সেই ফটো। তা শুধু ডকুমেন্ট নয়, সেই মুহূর্তের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

(৭) অবশ্য ভালো ফটোগ্রাফার একদিনে জন্ম নেয় না। নিরন্তর চর্চা, নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণই ভালো সংবাদচিত্রী তৈরি করে।

৪.১২ অনুশীলনী

১) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

ক) সংবাদে মানবিক আবেদন বলতে কি বোঝায়?

খ) সাংবাদিক হিসেবে ফিচারের বিষয় নির্বাচন কেমনভাবে করবেন?

গ) 'অফ দি রেকর্ড' কি? এ বিষয়টিকে কি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

ঘ) সংবাদচিত্রে ক্যাপশন কিভাবে লেখা উচিত?

ঙ) একজন বুক রিভিউয়ার হিসেবে আপনি কোন কোন নিয়ম মেনে চলবেন?

চ) ভিডিও, সিডি প্রকাশের যুগে সিনেমা রিভিউ কী জরুরী বা কার এবং কেন সিনেমা রিভিউ পড়েন?

ছ) মিউজিক রিভিউ কী?

জ) নাটক দেখার পরে পরেই চূড়ান্ত রিভিউ লেখা উচিত নয়— এ বিষয়ে যুক্তি দিন।

ঝ) সাধারণ ফটো ও সংবাদ ফটোর পার্থক্য আছে কি?

ঞ) সংবাদ ফটো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২) রচনভিত্তিক ও বিশ্লেষণমূলক উত্তরের প্রশ্ন :

ক) চটকদার সংবাদপ্রবণতার যুগে মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ কি কোন প্রভাব ফেলতে পারে? উত্তরের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দিন।

খ) সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত ফিচার প্রকাশ করে। পাঠক হিসেবে আপনি কি ধরনের ফিচার পড়েন? কেন পড়েন?

গ) ফিচারের দায়িত্বে থাকলে আপনি কোন কোন বিষয়কে নির্বাচন করবেন? যুক্তি দিয়ে বোঝান?

ঘ) সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলতে একজন সাংবাদিক কি কি ভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

ঙ) সাক্ষাৎকার কী? সাক্ষাৎকারের ধরন অনুযায়ী কোন সাক্ষাৎকার কী ভাবে পরিচালনা করা দরকার?

চ) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চিত্রসাংবাদিকতায় কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?

ছ) চিত্রসাংবাদিকতা কী? আজকের দিনে চিত্র বা ফটোবিহীন সংবাদপ্রকাশ কি সম্ভব? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

জ) যে কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানে স্কুপ নিউজের কদর আছে— সাংবাদিক হিসেবে এক্ষেত্রে আপনি কী কী পদক্ষেপ নেবেন?

ঝ) অভিযোগ বই-পাঠকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তবুও বড় বড় সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত বুক রিভিউ প্রকাশ করছে কেন? এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

ঞ) একজন রিভিউয়ার কী ভাবে প্রদর্শনী রিভিউ করবেন?

ট) নাট্যসমালোচক বা রিভিউয়ার হিসেবে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ্য ঃ

১. রিপোর্টিং — সুধাংশু শেখর রায়

২. সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র — সুধাংশু শেখর রায়

৩. সাংবাদিকতা পরিচিতি — সম্পাদনা : রোল্যান্ড ই উলসলে
৪. ফটো সাংবাদিকতা — নীরোদ রায়
৫. The Professional Journalism — John Hohenberg
৬. Professional Journalism — M. V. Kamath
৭. Book Reviewing —Drewry John Eldrige
৮. Film — Heinzkill Richard
৯. Guide Book to the Drama — Vargas Lais
১০. Writing the Feature Article — Steigleman, Walter Allen
১১. Writing and Selling Feature Articles — Patterson Hallen Marguerite.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. Here is the News — Partha Sarathi Rongswami
২. News Reporting and Press Photography — Amar Nath
৩. The Publishing and Review of Reference Sources — Bill Katz and Robin Kinder
৪. (The) Book Review Digest — H. W. Wilson
৫. Figures of Light — Kauffmann Etanby
৬. A Guide to Critical Reviews — Salem James M.

শব্দসূচি

Human Interest	—	মানসিক আবেদন
Emotion	—	আবেগ
Immediacy	—	তাৎক্ষণিকতা
News Value	—	সংবাদযোগ্যতা / সংবাদমূল্য
Climax	—	চূড়ান্ত পরিণতি
Soul	—	আত্মা
Rivew	—	সমালোচনা
News Photographer	—	সংবাদচিত্রী
News Photo	—	সংবাদচিত্র
Activity	—	সক্রিয়তা
Visual Dimension	—	দৃশ্যময় মাত্রা
Shape	—	আকার

একক ৫ □ প্রতিবেদন লেখার পরের কাজ

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ সাংবাদিকদের কাজ
৫.২.১ কর্মক্ষেত্র
৫.২.২ সম্পাদক — Editor
৫.২.৩ নির্বাহী সম্পাদক — Executive Editor
৫.২.৪ সহকারী সম্পাদক — Assistant Editor
৫.২.৫ বার্তা সম্পাদক — News Editor
৫.২.৬ মুখ্য অবর সম্পাদক — Chief Sub-Editor
৫.২.৭ মুখ্য প্রতিবেদক — Chief Reporter
৫.২.৮ বিশেষ সংবাদদাতা — Special Correspondent
৫.২.৯ অবর সম্পাদক — Sub-Editor
৫.২.১০ প্রতিবেদক ও সংবাদদাতা — Reporter & Correspondent
৫.২.১১ স্তম্ভকার — Columnist
৫.২.১২ বিষয়বস্তু নির্বাচন
৫.২.১৩ সংবাদ সংস্কার
৫.২.১৪ লিখন পদ্ধতির সমতা বিধান
৫.২.১৫ সংবাদ প্রদর্শন কলা
৫.৩ সারাংশ
৫.৪ অনুশীলনী
৫.৫ উত্তর-সংকেত
৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে এই বিভাগটিতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদন লেখার ও তার পরবর্তী কাজকর্মের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

৫.১ প্রস্তাবনা

সংবাদপত্রের একটি স্তম্ভ হল তার সম্পাদকীয় বিভাগ। এই বিভাগে নিযুক্ত যে সব কর্মী সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন বিষয়বস্তু রচনা করেন এবং সেই কাজে সহায়তা করেন তাঁদের সবারই পরিচয় সাংবাদিক। কোন পদাধিকারী সাংবাদিক কি কাজ করেন তা এই এককটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.২ সাংবাদিকের কাজ

আপনাদের আগেই বলেছি, সাংবাদিকরা সবাই এক রকমের কাজ করেন না। সম্পাদকীয় দপ্তরে রোজ নানা ধরনের বিষয়বস্তু আসে ও রচিত হয়। সেই কাজে এবং তা চূড়ান্তভাবে ছাপার জন্য যারা নিযুক্ত থাকেন বা সহায়তা করেন তাঁরা সবাই সাংবাদিক বলে স্বীকৃত হন। কিন্তু তাঁদের সকলের কাজের ক্ষেত্র এক নয়। যেমন— সাব-এডিটর, রিপোর্টার, সহকারী সম্পাদক ইত্যাদি।

সাব-এডিটর যে কাজ করেন রিপোর্টার তা করেন না। তেমনি সহকারী সম্পাদকের কাজের সঙ্গে সাব-এডিটর বা রিপোর্টারের কাজের কোন মিল নেই।

আপনারা এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখককে যে কাজ করতে হয়, সাব-এডিটর বা রিপোর্টারকে তা করতে বলা হয় না। প্রত্যেক নির্দিষ্ট পদের সাংবাদিককে নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়।

৫.২.১ কর্মক্ষেত্র

এই বিষয়ে আরও আলোচনার আগে আপনাদের জানা দরকার, সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ এবং পদবিন্যাস সম্পর্কে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা আছে। তার শ্রেণি ও পদের ওপর তার কর্মক্ষেত্র নির্ভর করে।

[*মনে রাখবেন, সম্পাদকীয় বিভাগে খবর সম্পাদক, প্রতিবেদক ইত্যাদি কথা চালু হয়নি। তাই আমরা এরপর থেকে অযথা পরিভাষা ব্যবহার না করে সাব-এডিটর, রিপোর্টার, চিফ রিপোর্টার ইত্যাদি চালু ইংরেজি কথাগুলি ব্যবহার করতে থাকব।*]

১৯৫৮ সালের জুন মাসে ভারত সরকার সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন, ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদি করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তার ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বেতনভুক সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ এবং পদবিন্যাস করে দেওয়া হয়েছে।

পরে এই ব্যাপারে আরও কয়েকবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। সর্বশেষ জারি করা বিজ্ঞপ্তিটির (The Gazette of India Extraordinary, Part II – Section 3 – Sub-section ii, December 5, 2000) ভিত্তিতে সাংবাদিকদের শ্রেণিবিভাগ ও পদবিন্যাসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঃ

শ্রেণি — Group	**পদ — Category**
১ — 1	সম্পাদক — Editor
১এ — 1A	নির্বাহী সম্পাদক — Executive Editor

আবাসিক সম্পাদক — Resident Editor
সহযোগী সম্পাদক — Associate Editor
যুগ্ম সম্পাদক — Joint Editor
উপ সম্পাদক — Deputy Editor

১বি — 1B

সহকারী সম্পাদক — Assistant Editor
সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখক — Leader Writer
— Chief of News Bureau
বার্তা সম্পাদক — News Editor
বিশেষ সংবাদদাতা — Special Correspondent

২ — 2

Deputy or Assistant News Editor
Chief Reporter
Chief Sub-Editor
Sports Editor
Commercial Editor
Film Editor
Magazine Editor
Cartoonist
Chief of Statistical or Research Division
Chief News Photographer
Chief Librarian
Chief Index Assistant
Chief Calligraphist
Chief Artist
Principal Correspondent in State capitals accredited to the State Government,
Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent and other sectional or batch leads, not played in a higher category.

২এ — 2A

Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor
Chief Reporter or Senior Reporter
Senior Correspondent
Senior Calligraphist
Senior Artist
Senior Librarian
Senior Index Assistant and Senior Reference Assistant

৩ — 3	Sub Editor Reporter Correspondent News Photographer Artist Calligraphist including Katibs, Librarian Index Assistant Chief Proof Reader
৩এ — 3A	Proof Reader including Advertisement Proof Reader and Planner
৪ — 4	All Working

এই তালিকা দেখে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রতিটি সংবাদপত্রে উক্ত প্রতিটি পদের জন্য সাংবাদিক নিয়োগ করা কি আইনত বাধ্যতামূলক?

গেজেটে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তালিকায় যে সব পদের উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটিতে কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক নিযুক্ত করতে পারেন, নাও পারেন ("All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of Newspaper establishment")।

এই সব সাংবাদিকরা কে কি কাজ করবেন তার সংজ্ঞা (Functional Definition) ঐ বিজ্ঞপ্তির দ্বিতীয় তালিকায় (Second Schedule) বর্ণনা করা হয়েছে। বইয়ের পরিশিষ্টে তা সংযোজিত হল। কারণ, আমাদের আলোচনার মধ্যে কয়েকটি পদের সাংবাদিকের কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। আমরা কতকগুলি বাছা বাছা পদের সাংবাদিকের কাজের ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হব।

বিভিন্ন পদের সাংবাদিকদের কাজের প্রকৃতি জানার আগে সংবাদপত্র কাকে বলে তা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার।

১৮৬৭ সালে ইংরেজ শাসনকালে The Press and Registration of Books Act চালু হয়। সেই আইনে পরে একটি ধারা যুক্ত করে সংবাদপত্রকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ওই ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র মানে জনসাধারণ সম্পাদিত সংবাদ এবং তার ওপর মন্তব্যের যে কোন মুদ্রিত বিবরণ ("Newspaper means any printed periodical work containing public news or comments on public news.")।

৫.২.২ সম্পাদক

এবার আমাদের আলোচনার বিষয় খবরের কাগজের সম্পাদক। প্রথমেই জেনে রাখুন, আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খবরের কাগজের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যায় তার সম্পাদকের নাম ছাপা বাধ্যতামূলক। এই বিধি অগ্রাহ্য করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। প্রকাশক ও মুদ্রাকরকেও এই অপরাধে দায়ী করা হবে।

৫.২.১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইন অনুযায়ী খবরের কাগজের সম্পাদকের সংজ্ঞা হল—"Editor means

the person who controls the selection of the matter that is published in a newspaepr." — "খবরের কাগজে প্রকাশিত বিষয়বস্তু মনোনয়নের ক্ষমতা যার হাতে থাকে সেই ব্যক্তি সম্পাদক।"

৫.২.১ অনুচ্ছেদে উল্লখিত ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে সম্পাদকের কাজের সংজ্ঞা (Functional Definition) প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল— "Editor means a person who directs and supervises the editorial side of a newspaper." — যে ব্যক্তি খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগটি পরিচালনা ও তত্বাবধান করেন তিনি সম্পাদক।

অর্থাৎ, আইন অনুযায়ী কোন খবরের কাগজে বেআইনি কোন খবর, মন্তব্য বা অন্য কোন বিষয় ছাপা হলে তার জন্য সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন (The editor who controls the selection of matter for publication in the newspaper "would be liable for any offensive matter"— ৫.২.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)। এই দায়বদ্ধতার ব্যাখ্যা হল, অশ্লীল, মানহানিকর, হিংসায় প্ররোচনামূলক কোন খবর বা মন্তব্য প্রকাশিত হলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বা সরকার আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এই অপরাধে সম্পাদকও অন্যতম অভিযুক্ত হবেন। তখন তিনি আদালতকে এই কৈফিয়ৎ দিয়ে পার পাবেন না যে, এটা আমার লেখা নয়' বা 'এটা আমার আপত্তি সত্ত্বেও ছাপা হয়েছে' বা 'এটা আমাকে অন্ধকারে রেখে প্রকাশিত হয়েছে'। অভিযুক্ত সম্পাদকের এই সব সাফাইয়ে আদালত কান দেবেন না। অপরাধ সাব্যস্ত হলে সম্পাদককে সাজা ভোগ করতে হবে।

খবরের কাগজের আইন কানুন সম্পর্কে সম্পাদকের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

প্রথমেই বলি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতের সংবিধানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা নেই। যা আছে তা হল — বক্তৃতা দেবার এবং মনের ভাবনাচিন্তা প্রকাশের অধিকার : Right to freedom of speech and expression" — Article 19(1)(a).

এই অধিকার আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনবিধিতে নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত। এই ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আদালত ঠিক করে দিয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মনের ভাবনাচিন্তা প্রকাশের অধিকারের অন্তর্গত একটি বিষয়। আদালতের এই ব্যাখ্যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হয়ে আছে।

কিন্তু কোন দেশে, কোন শাসন ব্যবস্থার নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা অবাধ নয়, বরং সীমাবদ্ধ। এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নাম করে খবরের কাগজে যা ইচ্ছা তাই লেখা চলে না। তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন আইন ও তার ধারা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের, বিশেষ করে সম্পাদকদের এই সব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

এই সব আইনের মধ্যে রয়েছে— Indian Penal Code-এর কয়েকটি ধারা, Contempt of Courts Act 1971, The Press and Registration of Book Act 1867, Indian Telegraph Act 1885, Indian Post Office Act 1898, Official Secrets Act 1923, The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, The Young Persons (Harmful Publications) Act 1956, Criminal Brochure Code 1973, The Press Council Act 1978 ইত্যাদি এবং ভারতের সংবিধানের ১৯(২) ধারা।

এখানে যে সব আইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সংবিধানের ১৯(২) ধারাটি তার নির্যাস। এই ধারায় বলা হয়েছে— Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall effect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

অর্থাৎ, খবরের কাগজের মাধ্যমে মনের ভাবনাচিন্তা প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারের নামে দেশের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বা সংহতি বিপন্ন করে এমন বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকার সংবিধান কাউকে দিচ্ছে না। এই অধিকারের অপব্যবহার করে দেশের নিরাপত্তার ক্ষতি করে এমন কিছু সরকারি গুপ্ত তথ্য খবরের কাগজে প্রকাশ করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নামে হিংসায় উসকানিদান এবং আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারকে হিংসাত্মক উপায়ে, উৎখাত করতে উৎসাহদান করা বেআইনি কাজ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে বলে সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করা এবং অশ্লীল ও অশোভন বিষয় প্রকাশের আইনসঙ্গত মাধ্যম খবরের কাগজ নয়। এ সব ছাড়া, বিচারাধীন বিষয়ে কোন পক্ষ অবলম্বন করে কোন কিছু লেখা বা মন্তব্য করা, কারো নামে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও অমূলক সংবাদ প্রকাশ করা বা যে কোন অপরাধে উসকানি দেওয়া হলে সেই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ধরনের কোন বিষয় যাতে প্রকাশ না হয় তার দিকে বিশেষ করে সম্পাদকের সদাসতর্ক থাকতে হবে। এই ব্যাপারে কোন গাফিলতি ধরা পড়লে সম্পাদককেই তার দাম দিতে হবে।

খবরের কাগজকে যদি একটি নৌকা বলে কল্পনা করা যায় তাহলে সম্পাদক তার কাণ্ডারী।

খবরের কাগজকে যদি একটি ট্রেন বলে ভাবা যায় তাহলে সম্পাদক তার ইঞ্জিনচালক।

খবরের কাগজকে যদি একটি সিনেমা বলে কল্পনা করা যায় তাহলে সম্পাদক হলেন তার Director বা পরিচালক।

নৌকা বানচাল হলে দায়ী হন কাণ্ডারী।

ট্রেন লাইনচ্যুত হলে দোষ হয় ইঞ্জিনচালকের।

সিনেমা ফ্লপ করলে বদনাম হয় পরিচালকের।

আর খবরের কাগজে পাঠকদের টানতে না পারলে ব্যর্থতার দায় বর্তায় সম্পাদকের ঘাড়ে।

সার্থক ও সফল সম্পাদকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত পাঠকদের আকর্ষণ করা ও ধরে রাখা। কারণ, তাঁরাই খবরের কাগজের প্রভাব প্রতিপত্তির একমাত্র উৎস। যে কাগজের পাঠক যত বেশি তার প্রভাবও তত বেশি। পাঠক টানার দৌড়ে যে কাগজ পিছিয়ে পড়ে তার ধার ও ভার ততই কম।

সুতরাং পাঠক টানার কৌশল ও নীতি সম্পাদকের জানা থাকা দরকার। শুধু তা হলেই তিনি যুদ্ধ জয় করতে পারবেন না। একজন জেনারেলই যদি লড়াই করতে পারতেন তাহলে সেনাবাহিনীতে নানা পদমর্যাদার

কমিশন্ড অফিসার এবং সৈনিকের প্রয়োজন থাকত না। সম্পাদকের অধীনস্থ সাংবাদিকরাই হলেন তাঁর বাহিনীর অফিসার ও সৈনিক।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাংবাদিকদের নির্বাচন করতে সম্পাদক কী মাপকাঠি ব্যবহার করবেন?

এই ব্যাপারে অ্যাডলফ এস ওখস (Adolph S. Ochs) একটি মাপকাঠি চালু করে গেছেন। তিনি বর্তমান The New York Times — দ্য নিউইয়র্ক টাইমস (এরপর থেকে আমরা নিউইয়র্ক টাইমস বলব) পত্রিকার জনক। ১৮৯৬ সালে প্রায় দেউলিয়া নিউইয়র্ক টাইমস কিনে তিনি তাকে নতুন জীবন দেন।

তিনি বাল্যকাল থেকেই খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন তিনি থাকতেন আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের একটি ছোট শহর সাট্যানুগায় (Chattandoga)। বড় হয়ে তিনি সেখান থেকে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করতেন। পরে তিনি নিউইয়র্ক টাইমস কিনে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন এবং ধীরে ধীরে তাকে পৃথিবীর ১০টি বড় খবরের কাগজের মধ্যে একটিতে পরিণত করেন।

সাংবাদিক নিয়োগে তাঁর মাপকাঠি ছিল, এই কাজের জন্য বাজারে যে সব লোক রয়েছে তাঁদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ (Best) তাঁদের খুঁজে বের করা এবং নিউইয়র্ক টাইমসে টেনে আনা। নিউইয়র্ক টাইমসে কাজ দেবার পর নির্দিষ্ট কাজের ব্যাপারে তাঁদের ওপর আস্থা রাখা। তাঁদের কাঁধের ওপর দিয়ে হাতের কাজে উঁকি না দেওয়া। তাঁরা নির্দিষ্ট কাজ ঠিকঠাক করছেন কিনা তা ভেবে মাথা গরম করে রাতের ঘুম পণ্ড না করা। যার ওপর আস্থা রাখা যাবে না তাকে নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় বিভাগে ঠাঁই না দেওয়াই ছিল ওখসের নীতি।

তাঁর সৃষ্ট এই ঐতিহ্য আজও সব খবরের কাগজে সাংবাদিক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকা উচিত। যে ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটবে সেই কাগজ সমস্যা ডেকে আনবে।

সম্পাদকের সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্ক বুঝতে গেলে সিনেমার পরিচালকের সঙ্গে ছবির কুশীলবদের সম্পর্কের উদাহরণ টানা যায়। রবি ঘোষ, তপেন চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত এই ত্রিমূর্তিকে সত্যজিৎ রায় খুঁজে বার করে উপযুক্ত ভূমিকায় না নামালে গুপী গাইন বাঘা বাইন একটি চিরকালের চলচ্চিত্র হত না। অন্যভাবে বলা যায়, সত্যজিৎ রায়ের হাতে পড়েছিল বলেই ঘোষ-চট্টোপাধ্যায়-দত্তের অভিনয় প্রতিভার বিকাশ ও সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল।

শিক্ষিত ও দক্ষ সাংবাদিক নিয়োগ করেই সম্পাদকের কাজ শেষ হয় না। তখন তাঁকে সম্পাদনার নীতি নির্ধারণ করতে হয়। সেই নীতি কাগজে প্রতিফলিত করার দিকে তাঁকে নজর রাখতে হয়।

সংবাদপত্র সম্পাদনার সাধারণ নীতি কি হওয়া উচিত? এই বিষয়েও আমরা ওখস সাহেবের পথ অনুসরণ করতে পারি। ১৮৯৬ সালে নিউইয়র্ক টাইমসের কর্তৃত্ব হাতে নেবার সময় তিনি ঘোষণা করেন — "To give the news impartially without Fear or Favour Regardless of any Party, Sect or Interest Involved" — কোন স্বার্থে না জড়িয়ে, দল অথবা গোষ্ঠীর পরোয়া না করে ভয় বা সুবিধার লোভের বশীভূত না হয়ে পক্ষপাতহীন খবর পরিবেশন— এই ছিল নিউইয়র্ক টাইমসের নীতি, এই ছিল তার ধর্ম।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই নীতি প্রতিটি সংবাদপত্রের পক্ষে সর্বকালে গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য।

এই সাধারণ নীতির সঙ্গে একটি পরিপূরক নীতিও চালু করেছিলেন ওখস। সেটি আজও নিউইয়র্ক